ফিলিস্তিনপন্থী প্রতিবাদে যোগ অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের ছাত্রদেরও

সারে-জমিন

মুর্শিদাবাদের ৯৫০টি বুথকে স্পর্শকাতর ঘোষণা

রূপসী বাংলা

মুসলমান এলাকায় কেন 'পিছিয়ে' রয়েছে তৃণমূল!

সম্পাদকীয়

ফিরহাদের সভা মঞ্চের পাশেই 'দুর্নীতি' ব্যানার

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৭ মে, ২০২৪
২৪ বৈশাখ ১৪৩১
২৭ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

আইপিএল: লক্ষ্ণৌকে ৯৮ রানে হারিয়ে শীর্ষে কলকাতা

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 123 ■ Daily APONZONE ■ 7 May 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কালবৈশাখীর দাপটে মৃত্যু হল সাত জনের

আপনজন ডেস্ক: সোমবার সন্ধ্যায় প্রথম কালবৈশাখীর দাপটে প্রাণ গেল পাঁচজনের। জানা গিয়েছে ব্যারাকপুরে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়াতে বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া এবং বাগনানে দুজনের মৃত্যু হয়েছে।
পুরুলিয়াতে বাজ পড়ে দুজনের মৃত্যুর খবর এসেছে। এ নিয়ে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জ্যান গেছে। কালবৈশাখীর দাপটে শিয়ালদহ শাখায় ট্রেন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। জয়নগর স্টেশনে প্লাটফর্মে থাকার টিনের সেড উড়ে চলে যায়। কলকাতার ভিক্টোরিয়াতে গাড়ির ওপর একটি গাছ ভেঙে পড়ে। গোটা শহরে বিশেষত রেড রোড সহ দক্ষিণ কলকাতায় একাধিক জায়গায় গাছ উপড়ে পড়ে যায় কালবৈশাখীর দাপটে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী সোমবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ ছিল। বিকেলের দিকে দোমকা হাওয়া বইতে থাকে। সন্ধ্যার পর হালকা বৃষ্টির মুখ দেখল কলকাতা বাসী। দীর্ঘ তাপপ্রবাহের পর সোমবার সন্ধ্যায় বজ্রপাত সহ বৃষ্টিপাত শুরু হয় কলকাতা শহর জুড়ে। তাপপ্রবাহে পেতে থাকা ভূমিষ্ঠ থেকে গরম হাওয়া তো শুরু করে বৃষ্টির জলে। অন্যদিকে জেলায় জেলায় সঙ্গে থেকেই শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি।অপেক্ষার অবসান। অবশেষে স্বস্তির বৃষ্টি নেমে এলো ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে।

গত কয়েকদিন ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে তীব্র গরমে নাজেহাল হয়েছিল সাধারণ মানুষ। এবার তা থেকে মুক্তি পেল জঙ্গলমহল তথা জেলাবাসী। গত বেশ কয়েকদিন ধরে গরমে ভুগছিলেন সাধারণ মানুষ। বৃষ্টির দেখা মিল ছিল না। ফলে গরমের দাপট আরো বাড়ছিল। কবে বৃষ্টি হবে তার দিকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে ছিলেন সাধারণ মানুষ। তবে আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাস দিয়েছিল সোমবার তুমুল বৃষ্টি হতে পারে জঙ্গলমহলের একাধিক জেলায়। আর ঠিক সেই মতো সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ ঝড়ো হওয়ার সাথে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে আসে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে। ঘন্টায় প্রায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে বাতাস বয় জেলায়। ঝাড়গ্রামের, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, বিনপুর সহ সমস্ত জেলায় এই তুমুল বৃষ্টি হয়।

কেন্দ্র থেকে বিজেপি হঠানো ডাক মমতার

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছে, নির্বাচনী প্রচারের তীব্রতা তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী,মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন স্তরের হেভিওয়েট নেতারা পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়েছেন লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের জেতানোর লক্ষ্যে।বীরভূমের দুটি লোকসভা আসনের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি মূলত তাদের উচ্চ নেতৃত্বদের দিয়ে ইতিমধ্যে নির্বাচনী সভা সেরে ফেলেছেন।এর পরেও উভয় দলের সভা সমাবেশ সংগঠিত করার আভাস পাওয়া গেছে। সে হিসেবে আজ সোমবার বীরভূমের সাঁইথিয়া মেলার মাঠ প্রাঙ্গণে সভা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন সভার প্রথম থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো বক্তব্যের মাধ্যমে আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিজেপি
জুমলাবাজ,এরা দেশের সমস্ত সম্পদ এমনকি দেশ পর্যন্ত বিক্রি করে দেবে। বিজেপি ধর্ম বিক্রি করে। মুখে শুধু এন আর সি ও সি এ এ চালু করার হুমকি। তবে এন আর সি, ক্যা, ইউনিফর্ম সিভিল কোড আমি জীবন দিয়ে রুখবো। এসমস্ত কথার মধ্যে থেকেই মোদী হঠাও এর ডাক

দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, রাজ্যের ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশীষ সাহা, সাবের আলি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের উন্নয়নের যেমন নানান ফিরিস্তি শুনিয়েছেন, তেমনি বিভিন্ন ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণও শানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, লাভপুর ফুল্লরা, কঙ্কালী তলা, জয়দেব কেন্দুলি, নন্দকেশ্বরী, তারাপীঠ, পাথরচাপুড়ি মিলে একটা টুরিজিম প্যাকেজ করা হবে। কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করেছি। তাতে পঞ্চাশ থেকে যাট দিন মানুষ জবকার্ডের মাধ্যমে কাজ পাবেন। সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্রের নয়, আমরা দেব। বাজেটে তা পাশ হয়ে গেছে।পাশাপাশি সন্দেশখালি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপির চক্রান্ত সবাই দেখলেন। বিজেপি চক্রান্ত করে বাংলার মা বোনেদের অপমান করলেন। আমি বলবো, টাকা দিয়ে বাংলার মা বোনেদের অসম্মান করা যায় না। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি সম্পর্কে বলেন, একজন দু'জন ভুল করতে পারে। তাবলে সবাইকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ? বরদাস্ত করি না। চাকরি তো দিতে পারে না এরপর বড় বড় কথা। কই ফ্রিতে গ্যাস দিয়েছেন? বিজ্ঞাপন তো দিচ্ছেন। পনেরো লক্ষ টাকা দিয়েছেন? মোদীর এসমস্ত মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে সরব হওয়া এবং মোদীকে হাটানোর ডাক দিয়ে গেলেন এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ রাজ্যের চার কেন্দ্রে তৃতীয় দফার ভোট

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪-এ সাত দফার লোকসভা নির্বাচনে আজ মঙ্গলবার দেশের ৯৩টি কেন্দ্রে তৃতীয় দফার ভোট। এই ৯৩টি সংসদীয় আসনে ১৩৩১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আসনগুলির মধ্যে রয়েছে আসাম (৪), বিহার (৫), ছত্তিশগড় (৭), দমন ও দিউ (২), গোয়া (২), গুজরাট (২), কর্ণাটক (১), মধ্যপ্রদেশ (৯), মহারাষ্ট্র (১১), উত্তরপ্রদেশ (১০) এবং পশ্চিমবঙ্গ (৪)। পশ্চিমবঙ্গে যে চারটি কেন্দ্রে ভোট হবে সেগুলি হল মালদা দক্ষিণ, মালদা উত্তর, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরে। পাশাপাশি উপনির্বাচন রয়েছে ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রে। মোট চারটি লোকসভা কেন্দ্র মিলিয়ে বুথের সংখ্যা ৭৩৬০। স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ৩৬৭৫। চার আসন মিলিয়ে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ৫৭। এই মোট সংখ্যার মধ্যে মাত্র তিনজন মহিলা প্রার্থী। মালদহ উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস অফিসার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু এবং কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম। মালদহ দক্ষিণের কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী, তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রাইহান, বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। মুর্শিদাবাদ লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ আবু তাহের খান। বামেদের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ

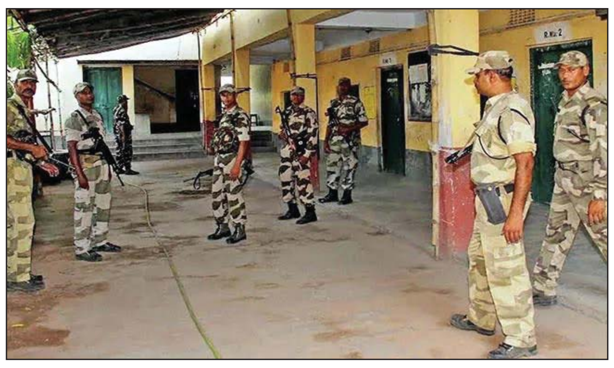

সেলিম। বিজেপি প্রার্থী করেছে মুর্শিদাবাদ বিধানসভার বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষকে। এই কেন্দ্রে আলাদা করে প্রার্থী দিয়েছে আইএসএফ। জঙ্গিপুরে তৃণমূলের প্রার্থী খলিলুর রহমান, বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী মোর্তাজা হোসেন বকুল. আইএসএফ প্রার্থী শাজাহান বিশ্বাস এবং বিজেপির ধনঞ্জয় ঘোষ। মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ১৭ জন।
ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা হল ৭। চার কেন্দ্রে ২১৫ জন অবজারভার। মালদা উত্তরে মাইক্রো অবজারভার - ৭৫, ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন/ স্পর্শকাতর বুথ - ৬৫১। মোট বুথ - ১৮১২টি। মালদা দক্ষিণে মাইক্রো অবজারভার–৭০। ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন/ স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা-৭০২। মোট বুথ - ১৭৫৯।জঙ্গিপুরে মাইক্রো অবজারভার– ৭০, ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন/ স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা - ৭৬২, মোট বুথ- ১৮৫১। মুর্শিদাবাদে মাইক্রো অবজারভার– ৭০। ক্রিটিক্যাল/স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা - ১৫৬০। মোট বুথ - ১৯৩৮।মোট ৪ টি লোকসভা কেন্দ্র মিলিয়ে বুথের সংখ্যা ৭৩৬০টি। অন্যদিকে, স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ৩, ৬৭৫টি। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, তৃতীয় দফা নির্বাচনের ঠিক আগের রাতে অর্থাৎ সোমবার রাতে বাড়তে পারে মালদার স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা। চারটি কেন্দ্র মিলিয়ে মোট কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা ৪০৬। তবে এর মধ্যে মোতায়েন হবে ৩৩৪ কোম্পানি। দুই মালদা মিলিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন থাকবে ১৪৪ কোম্পানি।

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

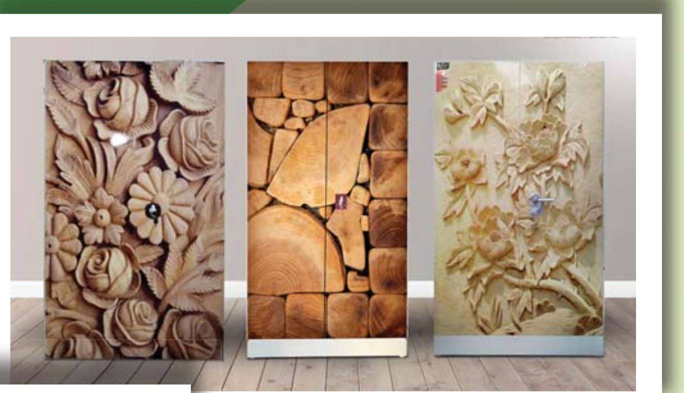

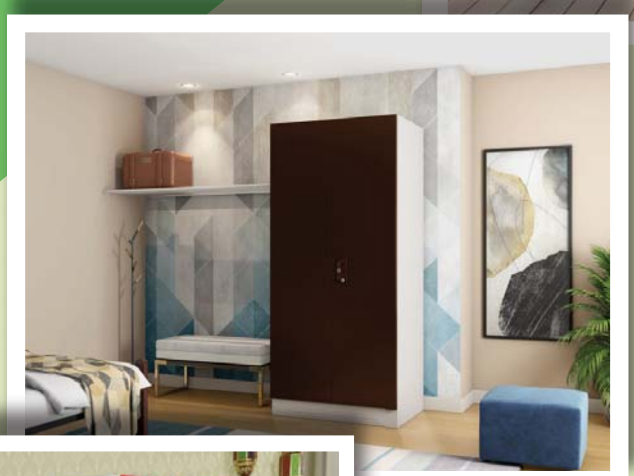

ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

Since 2011

ভর্তি চলিতেছে   ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবীদুল কোরান

(মাদ্রাসা ও মদিনা মিশন)

গ্রাম ও পোঃ- চৌহাটি, থানা সোনারপুর,
কলকাতা- ৭০০১৪৯ Regd.No.- ১০৩৩/০০২৪১

১। আরবী আওয়াল হইতে সোম জামাত (কাফিয়া)। ২। তজবীদ সহ হিফজ মোকাম্মাল। ৩। কেরাত বিভাগ হিফস মোকাম্মাল। ৪। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। ৫। ট্রেলারের কাজ শেখানো হয়। ৬। আসর বাদ হইতে মগরিব পর্যন্ত। ৪র্থ শ্রেণি হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের পড়া পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ৭। চার টাইম খাবার দেওয়া হয়। ৮। গরিব এতীমদের বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, ঔষধ-এর ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব (যুগদিয়া), হাজী ইনতাজ আলি শাহ প্রাক্তন বিচারক, হাজি ইউসুফ মোল্লা, হাজি আব্দুল্লাহ সরদার
সম্পাদক: মাওঃ ইমাম হোসেন মাযাহারী, হাজি আব্দুল রহমান মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার সাহেব

যাঁরা ইনকাম ট্যাক্সের ছাড় নিতে ইচ্ছুক তাহারা এনজিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে জাকাত, ফিতরা, সাদকা দিয়ে এই সুবিধা নিতে পারবেন এবং গরীব এতীম ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করে, আপনি আপনার সন্তানের ন্যায় এই মাদ্রাসার সহযোগিতা করুন। আল্লাহ আপনার সহযোগিতা করিবেন ইনশাআল্লাহ।

নীচে দেওয়া হল আমাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার

INCOME TAX APPROVAL NO: 10 B
Registration No: AACTM5965EF20214
SBI A/C NO: AC30800716497 IFC CODE: SBIN0001451
Mob: 9830401057 / 9051758393

প্রথম নজর

মুখ্যমন্ত্রীর সভা পাত্রসায়রে, রেকর্ড ভিড়ের দাবি তৃণমূলের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাত্রসায়ের গরু হাটতলা মাঠে সভা করবেন তিনি। নির্বাচনী এই সভায় রেকর্ড সংখ্যক ভিড় করার প্রস্তুতি শুরু করেছে তৃণমূল। আজ সভাস্থলে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান করা হল। নির্বাচন ঘোষণার পর বাঁকুড়ার তৃণমূল প্রার্থী অরুপ চক্রবর্তীর সমর্থনে রাইপুরে সভা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের মুখে ফের বাঁকুড়া সফরে যাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এবার তাঁর লক্ষ বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র। বিষ্ণুপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডলের সমর্থনে সভা করার কথা তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীর এই সভাকে ঘিরে এখন সাজো সাজো রব পাত্রসায়ের ব্লকে। গোটা ব্লকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা কার্যত মুড়ে ফেলা হয়েছে তৃণমূলের দলীয় পতাকায়। আজ সভাস্থলের পাশেই অস্থায়ী হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান হয়। তৃণমূলের দাবী মুখ্যমন্ত্রীর সভায় লক্ষাধিক মানুষের ভিড় করার লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

ভোটের ২৪ ঘন্টা আগে বোমা উদ্ধার

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সাগর পাড়া থানার জয়পুর সরদারপাড়া মাঠএলাকায় তিলের জমিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মাঠের কাজে সকলে মাঠে যেতেই একটি তিলের জমিতে ব্যাগ পড়ে আছে তার পরে স্থানীয়রা স্থানীয় সাগর পাড়া থানায় খবর দিলে পুলিশ পৌঁছিয়ে দেখেন যে ওই ব্যাগে সকেট বোম রয়েছে।পুলিশ বোম গুলো ঘিরে রেখেছে যাতে করে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে খবর দেওয়া হয়েছে বোম ডিসপোজাল টিম কে।বিকেলে বোম ডিসপোজাল টিম এসে বোম গুলোকে নিষ্ক্রিয় করে।যদিও ঘটনায় রীতি মত আতঙ্কে রয়েছে এলাকার মানুষ রাত পোহালেই লোকসভা নির্বাচন আর তার আগে এত বোমা উদ্ধার।যদিও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাগর পাড়া থানার পুলিশ কে বা কারা ওই বোমা গুলো মজুত রেখেছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে অভিজিতের কু-কথা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: সরকার ফেলার 'ডেডলাইন' শোনা গেল তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের গলায়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঢঙেই তমলুকের বিজেপি প্রার্থীর চ্যালেঞ্জ, করে বলেন ডিসেম্বরের মধ্যেই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। আর গেরুয়া শিবির ক্ষমতা দখল করলে বাংলায় চালু হবে অন্নপূর্ণার ভান্ডার।নন্দীগ্রামে সোমবার প্রচারে বেরিয়ে লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ শানান প্রাক্তন বিচারপতি।এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে প্রচার ও জনসংযোগ করেন তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়;সেখান থেকেই তৃণমূল সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েন ,কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির কথায়, "এখানে আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে ক্ষমতায় আসব।আর যদি নাও আসি তাহলে ২০২৬ আসব। তৃণমূল একেবারেই উধাও হবে।" একইসঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি, "আমরা ক্ষমতায় এলে অন্নপূর্ণার ভান্ডার চালু করব।"এর আগে একাধিকবার বিরোধী দলনেতার গলায় এই ডেডলাইনের কথা শোনা গিয়েছিল।কখনও মাস বেঁধে দিয়েছেন,কখনও আবার তারিখ বেঁধে দিয়েছিলেন।এমনকী মুখ্যমন্ত্রীকেও কুরুচিকর ভাষায়ও আক্রমণ শানান বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।তাঁর কথায়,"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভোটে হেরে গেলে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা নাকি বন্ধ হয়ে যাবে।" এই টাকা মমতা বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব টাকা নয় বলেও দাবি করেছেন তিনি। পালটা কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, "তমলুকের বিজেপি প্রার্থী বিচার ব্যবস্থাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছেন।এধরনের কথা বলা বিজেপির সংস্কৃতি।সেই দলে গিয়ে উনি সেই দলের ভাষায় কথা বলবেন, সেটাই স্বাভাবিক।"

হাজি নুরুলের মার্জিন বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ সভা শাসনে

রফিকুল হাসান ● শাসন

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট লোকসভার তৃণমূলের প্রার্থী হাজী সেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে প্রস্তুতি সভা হল শাসনে। সোমবার শাসনের স্বস্তি ভিলেজে এই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীদের উজ্জীবিত করতে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, বসিরহাট লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি সমিক অধিকারী, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, বারাসাত দুই ব্লকের সভাপতি শম্ভু ঘোষ, হারোয়া ব্লকের সভাপতি সফিক আহমেদ ওরফে মাদার, বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, এই সভার আয়োজক তথা বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মেহেদী হাসান, প্রাক্তন সভাপতি ইফতিখার উদ্দিন, বারাসাত দুই ব্লকের টিএমসিপির সভাপতি মাফুজার রহমান সহ অন্যান্যরা।

এদিন মন্ত্রী রথীন ঘোষ ও সুজিত বসুরা বলেন, মানুষ উন্নয়ন দেখে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের জয়ী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর হাতকে শক্ত করবেন। কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁদের বার্তা, মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যান। তাঁদের কথা শুনুন। উন্নয়নের কথা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর কথা মানুষকে বলুন। বিজেপিকে পরাস্ত করতে একসঙ্গে সকলে মিলে লড়াই করুন। হাজী নুরুল ইসলামকে জয়ী করুন। এই সভার আয়োজক তথা বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি মেহেদী হাসান বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর উন্নয়নের ফিরিস্তি ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় আমাদের কাজ। সেই কাজের অংশ হিসাবে হাজী নুরুল ইসলামের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভোটের মার্জিন বাড়ানোয় আমাদের লক্ষ্য বলে তিনি জানান।

বারাসাত দুই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি মাহফুজুর রহমান বলেন, হাজী নুরুল ইসলাম সাহেব বসিরহাট লোকসভায় জিতছে। ভোটের মার্জিন বিগতদিনের তুলনায় বাড়ছে বলে আশাবাদী তাঁরা।

মুর্শিদাবাদের ৯৫০টি বুথকে স্পর্শকাতর ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মঙ্গলবার মালদা উত্তর এবং দক্ষিণ দুটি লোকসভা আসনের নির্বাচন। দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের ডি সি আর সেন্টার করা হয়েছে মালদা পলিটেকনিক কলেজ। ডিসিআর সেন্টারে সকাল থেকেই ভিড় ভোট কর্মীদের। ভোট গ্রহণের প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে রওনা হচ্ছেন তারা। জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৩৩ জন। মোট বুথের সংখ্যা ৩৭৮৬ টি ।

মালদা জেলার দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের ডিসিআর সেন্টার করা হয়েছে পলিটেকনিক কলেজ। এই কেন্দ্রে এবারে ২৭ টি মহিলা পরিচালিত বুথ রয়েছে। ইভিএম মেশিন, ভিভি প্যাড সহ ভোট গ্রহণের যাবতীয় জিনিস নিয়ে বুথে বুথে রওনা হন মহিলারা। পাশাপাশি উত্তর মালদা কেন্দ্রে মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা ৩৩ টি।

অন্যদিকে,মুর্শিদাবাদে রাত পোহালেই মুর্শিদাবাদের দুই লোকসভা কেন্দ্রের সঙ্গে ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে মোতায়েন করা হয়েছে ১৭৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। দুই কেন্দ্রে মোট ৯৫০টি বুথকে ক্রিটিক্যাল বুথ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে বহরমপুর স্টেডিয়াম মাঠে ডিসিআরসি কেন্দ্র থেকে ভোট কর্মীরা দায়িত্ব বুঝে নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের দিকে যেতে শুরু করেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে মোট ১৮৫১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র করেয়ে। মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের দুটি বিধানসভা ফরাক্কা ও সামশেরগঞ্জ রয়েছে মুর্শিদাবাদে। এই দুই বিধানসভায় ৪৮৩টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। জঙ্গিপুর কেন্দ্রে মোট ১৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ১৮ লক্ষ ১ হাজার ৭১৪ জন ভোটার। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ১৯৩৮। চারটি অতিরিক্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। উপদ্রুত বুথের সংখ্যা ৪৪১টি। এই কেন্দ্রে ১১ জন প্রর্থীর ভাগ্য নির্ণয় করবে ১৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯০৬ জন ভোটার। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে ৬৪ কোম্পানি ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে ১১৪ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।প্রতিটি কেন্দ্রেই কেন্দ্র বাহিনীর ঘেরাটোপ্র ভোট হবে। দুই কেন্দ্রে মোট ভোট কর্মীর সংখ্যা ২৮৪৭০ জন। এরমধ্যে ২২০০ জন মহিলা ভোট কর্মী রয়েছেন।

অভিষেকের সভার দিনেই পান্ডুয়ায় বোমা বিস্ফোরণ

জিয়াউল হক ● পান্ডুয়া

আপনজন: হুগলি জেলার পান্ডুয়ায় বোমা ফেটে মৃত্যু হল এক কিশোরের। এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুই কিশোর। আহত এক কিশোরের বাঁ হাত উড়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে তার পরিবার। এখন সে হুগলির ইমামবাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পান্ডুয়ার তিন্না নেতাজিপল্লি কলোনিতে পুকুরের ধারে খেলা করছিল বেশ কয়েক জন কিশোর। হঠাৎই বিকট শব্দ পান স্থানীয়েরা। তাঁরা দেখেন, বোমার আঘাতে ছিটকে নানা দিকে পড়ে রয়েছে ওই শিশুরা। জখম তিন কিশোরকেই উদ্ধার করে প্রথমে পান্ডুয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এক জনকে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কে বা কারা ওই এলাকায় বোমা রাখল, তার তদন্ত করে দেখছে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে নিহত কিশোরের নাম রাজ বিশ্বাস(১১)। তার বাড়ি বর্ধমানের পাল্লা রোডে। পান্ডুয়ায় মামার বাড়িতে এসেছিল সে। আহত কিশোরদের মধ্যে এক জনের নাম রূপম বল্লভ। অন্য জনের নাম সৌরভ চৌধুরী। আহত এক কিশোরের ঠাকুমা ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, 'ছেলেটা বাড়িতে টিভি দেখছিল। পাশের বাড়ির ছেলেটা খেলতে ডাকায় আমায় বলে বাইরে বেরোল। রান্নাঘরে ঢুকেই শুনি বিকট শব্দ। দৌড়ে গিয়ে দেখি এই অবস্থা।' স্থানীয়দের অধিকাংশেরই বক্তব্য, শান্ত এলাকায় আগে কখনও এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। সোমবারই পান্ডুয়ায় হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভোটের আবহে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। বাম এবং বিজেপি তৃণমূলকে তোপ দেগেছে। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন হুগলি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আমি এলাকায় যাচ্ছি। অভিষেক আসছেন। তার আগে ওঁকে তৃণমূলের কর্মীরা দেখাচ্ছেন, কে কত বড় আসামি। গণতন্ত্রের উৎসবে গণতন্ত্রের মৃত্যু চলছে। যে ভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে বোমা উদ্ধার হচ্ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে মানুষের উপর তৃণমূলের বিশ্বাস নেই। তারা বন্দুকের উপর, বোমার উপর বিশ্বাস করে।' একই সঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'কাউকে ছাড়া হবে না। তদন্ত হবে। ওরা অভিষেককে স্বাগত জানাচ্ছে শিশুকে হত্যা করে! এত বড় সাহস!' ধনেখালির বিধায়ক তথা পান্ডুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে দলের তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত অসীমা পাত্রকে আক্রমণ করে লকেট বলেন, 'উনি এই ঘটনার মূল কারিগর। হাতে বোমা নিয়ে তিনি প্রার্থীকে জেতানোর কথা বলছেন। মানুষ জবাব দেবে।'

তীব্র দাবদহে নদিয়ার এঁচোড় দেদার রফতনি হচ্ছে ভিন রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: গাছে কাঁঠাল নিচে এঁচোড়। আর এবার নদীয়ার এঁচোড় বিক্রি হচ্ছে ভিন রাজ্যে ।একে মরশুমী ফল অপরদিকে গাছের ফলন বাড়াতে এবং লাভের আশায় একাধিক কাঁঠাল ব্যবসায়ী তাদের গাছের এঁচোড় বিক্রি করছেন আরতে। এ বিষয়ে চাষিরা জানাচ্ছেন কাঁঠালের থেকে এঁচোড়ের চাহিদা সবসময় বেশি । কাঁঠাল পেকে গেলে দাম পাওয়া যায় না । কিন্তু এঁচোড় বিক্রিতে দাম পাওয়া যায় বেশ ভালো । তাতে মুনাফাও হয় অনেক এবং গাছের ফলন বৃদ্ধি হয় বেশি। প্রতি কেজি এঁচোড় ৮ থেকে ৯ টাকা দামে বিক্রি করছে আরতে চাষিরা ।আর সেই এঁচোড় ভিন রাজ্যে গিয়ে বিক্রি হচ্ছে কোন সময় কুড়ি টাকা কোন সময় ১৮ টাকা দরে ।তবে চাষীদের কথা এঁচোড় বিক্রি করলে তার লাভ্যাংশ বেশি পাওয়া যায় কিন্তু কাঁঠাল পেকে যাওয়ার পর বিক্রি করলে ২ থেকে ৩ টাকা প্রতি কিলোতে বিক্রি করতে হয়। তাতে করে লাভ হয় না বলেই চলে। অপরদিকে এই এঁচোড় ভিন রাজ্যে পাঠাতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় লরিতে ।বিচুলি হোগলা পাতা দিয়ে চারিদিক মুড়ে ফেলা হয় । তারপর বস্তায় এঁচোড় এবং গাছের পাতা দিয়ে বিশেষভাবে সিল করা হয় বস্তার মুখ। তারপর গাড়িতে লোড করা হয়ে গেলে বস্তার ওপর দিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। একাধিক কচুরিপানা যাতে করে ২৭ থেকে ২৮ ঘন্টা ঠান্ডা থাকে এই কাঁচা এঁচোড়। তার কারণ তীব্র দাবদহে সবজি যেমন নষ্ট হয় সেরকম নষ্ট হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় এঁচোড়। তাই এই বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হয় এঁচোড় রপ্তানিতে। অপরদিকে এই এঁচোড় বিক্রি প্রসঙ্গে আরতের মালিক জানাচ্ছেন প্রতিবছরই তারা মৌসুমী ফলের রপ্তানি করে থাকেন। আম, কাঁঠাল লিচু সমস্ত কিছুই ভিন রাজ্যে পাঠানো হয় ।সেরকমই কাঁঠাল পেকে যাওয়ার আগে এঁচোড় অবস্থাতেই বিক্রি করে দেওয়া হয় ভিন রাজ্যে, গাড়ি ভাড়া এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা, তবে পেট্রোলের দাম বাড়াতে রপ্তানি খরচ বেশি হওয়ায় ভিন রাজ্যে গিয়ে এই সবজির দাম অনেকটাই বেড়ে যায়। এলাকার শতাধিক চাষী তাদের গাছের এঁচোড় ভিন রাজ্যে বিক্রি করার জন্য সকাল থেকেই চলে আসেন আরতে। দুটো মুনাফা পাওয়ার আশায় ।অপরদিকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীরা জানান এই কাজের ওপরেই তাদের রুজি রুটি। মৌসুমী ফলের ওপরেই সংসারটা চলে কোন রকমে, ২৬ থেকে ২৭ জন কর্মচারী প্রতিদিন এঁচোড় প্যাকিং এবং গাড়িতে লোডিং করে দুটো অর্থ উপার্জন করে পরিবারের মুখে হাসি ফোটান ।তাই কর্মসংস্থানের ও নতুন দিশা দেখাচ্ছে মৌসুমী ফলের এই আড়তগুলি।

বারুইপুর এসডিওর উদ্যোগে রক্তদান শিবির

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: তীব্র তাপদহে ভুগছে বাংলা। আর এই তীব্র গরমে রক্তের আকাল দেখা দিয়েছে। আর তাই বারুইপুর মহকুমা শাসকের উদ্যোগে ইতিমধ্যে বারুইপুর মহকুমার বিভিন্ন বিডিও অফিসে রক্তের যোগান বজায় রাখতে রক্তদান শিবির হয়ে গেছে।সোমবার রক্তদানের মধ্যে জীবন বাঁচানোর তাগিদে বারুইপুর মহকুমা শাসককের উদ্যোগে বারুইপুরে জেলা পঞ্চায়েত প্রশিক্ষন কেন্দ্রে সরকারি ব্লাড ব্যংকের সহায়তায় এক রক্তদান শিবির হয়ে গেল। যাতে ৫০ জন রক্তদানে এগিয়ে আসেন।এদিন বারুইপুর মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন নিজে রক্তদান করেন।এদিন বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে প্রত্যেক রক্তদাতাকে একটি করে গাছ তুলে দেওয়া হয়।এদিন মহকুমাশাসক বলেন,ধারাবাহিক ভাবে সারাবছর এই শিবির হবে প্রতিটা বিডিও অফিসে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জখম যুবক হাসপাতালে

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর জখম হল এক যুবক। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত জয়গোপালপুর নতুনহাট এলাকায়।মানবেন্দ্র মন্ডল নামে গুরুতর জখম ওই যুবক বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বার্ণ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন ওই যুবক পাড়ার একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে কাজ করছিল।আচমকা বিদ্যুপৃষ্ট হয়ে নীচে পড়ে। গুরুতর জখম হয়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে।চিকিৎসার জন্য বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই যুবকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাংলাদেশি সন্দেহে ৩৪৭ দিন জেল বন্দি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নাকাশিপাড়া

আপনজন: দুই নিষ্পাপ শিশু সহ আদিবাসী মহিলাকে বাংলাদেশী সন্দেহের ভিত্তিতে এক বছর মিথ্যা মামলায় জেল বন্দি করে রাখার অভিযোগ নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার পুলিশের বিরুদ্ধে ।ভারত ও বাংলাদেশ, রাজনৈতিক ভাবে দুটি দেশের মাঝে কাঁটাতারের বেড়া বসে গেছে সেই স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই। সরকারিভাবে দুটি দেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে একাধিক নিয়মাবলী প্রযোজ্য থাকলেও প্রকৃতি আজ অব্দি ছয় ঋতুর বন্টনের কোন তারতম্য বলবত করেনি, এই দুই দেশের মাঝে। একদা ভারতবর্ষের অন্তর্গত অবিভক্ত বঙ্গদেশ স্বাধীনতার পরবর্তীতে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ হিসেবেই পরিচিত হয়েছে। একটা দেশ বিভাজন বদল এনেছে একাধিক। এই দুই দেশ এর অগণিত মানুষের জীবনে ও সংসারে। বাংলাদেশ থেকে এই দেশে অনুপ্রবেশের সময়ে বহু অনুপ্রবেশকারী যেমন অনেক সময় ধরা পড়ে তেমনি অনেক ক্ষেত্রে অনেক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বাংলাদেশী সন্দেহের ভিত্তিতে দীর্ঘদিন আইনের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হয় ।ঠিক এমনই এক ঘটনা সামনে এসেছে নদীয়ার নাকাশিপাড়া অঞ্চলে। সূত্রের খবর ২০২৩ সালের ২৪ শে মে বর্ধমান জেলার জামুড়িয়ার দুই নিষ্পাপ সহ দুজন আদিবাসী মহিলা রঙ্গোলি পাসি ও নিশা বেজ নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানা অঞ্চলে কোলের শিশু নিয়ে বাড়ির মানুষের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় ছিল ।সেই সময় নাকাশিপাড়া থানার কর্তব্যরত পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং উপযুক্ত প্রমাণাদি দেখানোর কথাও বলা হয়। কিন্তু আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই দুই মহিলার কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের উপযুক্ত কোন প্রমাণ সেই সময় না থাকায় ও হিন্দিভাষী এই দুই মহিলা বাংলা ভাষায় তাদের সাথে যথাযথ কথোপকথন করতে না পারায় তাদের বাংলাদেশী সন্দেহে আটক করে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ। অভিযুক্ত এই দুই মহিলার উকিল সুমন সাহা জানিয়েছেন প্রায় ৩৪৭ দিন জেল কাস্টাডিতে থাকার পর বর্তমানে কৃষ্ণনগর জেলা ও দায়রা আদালতে বিচারপতি অর্ণব মুখার্জির বিচারে অভিযুক্ত দুই নিষ্পাপ শিশু সহ দুই আদিবাসী মহিলার যে বাংলাদেশী তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের 'হিট কর্নার' স্থাপন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বিগত কয়েকদিন ধরে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ।

আর তীব্র গরমের কারণে হিটস্ট্রোকের আশঙ্কা বেড়ে যায়। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে খোলা হয়েছে 'হিট কর্নার'। জেলা জুড়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে এর জন্য খোলা হয়েছে একটি আলাদা ইউনিট। দুই বেডের একটি আলাদা ইউনিট খোলার মধ্যে দিয়ে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেয়া যাবে বলেই মনে করছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ দাস জানান, 'তীব্র গরমে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবার আওতায় আসার জন্য এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে হিট কর্নার খোলা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর হাসপাতাল, গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং সমস্ত গ্রামীণ হাসপাতাল গুলিতে এই পরিষেবা দেয়া হবে। তীব্র তাপপ্রবাহের ফলে অসুস্থ হয়ে যদি কেউ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসেন, তাঁদের অতি দ্রুত যাতে আমরা চিকিৎসা পরিষেবা আওতায় আনতে পারি তার জন্যই এই উদ্যোগ।'

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক আরো জানান, 'সমস্ত হাসপাতালে ইমার্জেন্সি দুটো বেড রাখা আছে। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঠান্ডা জল, স্যালাইন, বেডশীট, আইসপ্যাক মেডিসিন, ইসিজি ইত্যাদি সমস্ত ব্যবস্থা থাকছে।'

বহু প্রতীক্ষার পর বৃষ্টি, বেশিরভাগ বোরো ধান ঘরে তুলেছে চাষিরা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: শস্য গোলা পূর্ব বর্ধমান বৃষ্টির মুখ দেখলো। চাতক পাখির মতো তাকিয়ে ছিল পূর্ব বর্ধমানের মানুষেরা এই রোদ গরমের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? কখন দেখা যাবে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি ধরা দিল এই বোরো ধান তোলার সময় বৃষ্টি অনেক সময় চাষীদের কে আতঙ্কিত করে। কিন্তু এবারে অতিরিক্ত রোদ গরম চাষীদের কে আনন্দিত করেছে বেশিরভাগ চাষিরা বাড়িতে তাদের ফসল তথা বোরো ধান তুলে ফেলার কারনে তারা আনন্দিত। এবছর পূর্ব বর্ধমানে এক লক্ষ ৬৪ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান হয়েছে যা পূর্ব বর্ধমানের সর্বকালীন রেকর্ড। সমস্ত মানুষেরা যখন এই রোদ গরমে ত্রাহি ত্রাহি করছিল তখন পূর্ব বর্ধমানের চাষীরা চাইছিল এই রোদ গরম কয়েক দিন বহাল থাক তারা যেন বাড়িতে তাদের ফসল তুলে নিতে পারে। আর সেটাই ঘটেছে বেশিরভাগ চাষিরা তাদের ফসল বাড়িতে তুলেছে অল্প কিছু মাঠে থাকলেও তাতে খুব একটা অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না। পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট চাষী খণ্ডঘোষের সন্দীপ কুমার মন্ডল বলেন এই বৃষ্টির ফলে ভ্যাপসা গরম থেকে অতিরিক্ত কষ্ট থেকে যেমন বাঁচা যাবে আর বেশিরভাগ চাষিরা তাদের বোরো ধান বাড়িতে তুলে নেয়ায় কোনো ক্ষতি হবে না । আর যাদের অল্প ধান মাঠেতে আছে খুব একটা সমস্যার সম্মুখীন হবেন না। প্রত্যেক বছর বোরো ধান তোলার সময় চাষিরা ঝড়-বৃষ্টির ফলে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হন এ বছরে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে চাষীদের মুখে চওড়া হাসি। রায়না, খণ্ডঘোষ, কালনা, কাটোয়া, গলসি, জামালপুর প্রভৃতি এলাকায়।

প্রথম নজর

রাফাহতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ২১ ফিলিস্তিনি নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের রাফাহতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ২১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। পৃথক দুটি হামলায় প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটে।
হামলার পর ঘটনাস্থলে প্রথম পৌঁছানো উদ্ধারকারীরা বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, সর্বশেষ এই ইসরায়েলি হামলায় এক পরিবারের সাতজন এবং অন্য পরিবারের নয়জন নিহত হয়েছেন। গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় এই শহরের দুটি ভিন্ন স্থানে হামলার এই ঘটনা ঘটে।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার তথ্যানুযায়ী, রাফাহতে ইসরায়েলের পৃথক দুই হামলায় প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটে। সর্বশেষ হামলায় অন্য ঘরগুলোর মধ্যে আবু লেবদা পরিবার, আল-আত্তার পরিবার, শ্তেইউই পরিবার, আল-হাশাশ পরিবার, কিশতা পরিবার এবং আরমিলাত পরিবারকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। এর আগে দক্ষিণ গাজার এই শহরের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে বেশ কয়েককটি বাড়িতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দুটি পৃথক বিমান হামলায় কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছিল। এর মধ্যে রাফাহ শহরের একটি বাড়িতে হামলায় অন্তত নয়জন নিহত হয়েছেন বলে বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা।

তেলের দাম বাড়াল সৌদি

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলের জন্য সৌদি আরবের তেলের দাম বাড়ানো এবং তার সঙ্গে গাজায় যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা আরও কমে যাওয়ায় তেলের দাম বেড়েছে। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
নিজেদের প্রধান ব্র্যান্ড আরব লাইট ক্রুডসহ অন্য সব ব্র্যান্ডের অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়িয়েছে সৌদি আরব। দেশটির খনিগুলো থেকে তেল উত্তোলন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপনন সম্পর্কিত রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি সৌদি আরামকো রোববার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে এ তথ্য।
আরামকোর রোববারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আরব লাইট ক্রুডের অন্তর্ভুক্ত সবগুলো সাব-ব্র্যান্ডের অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে ৯০ সেন্ট থেকে ২ দশমিক ৯০ ডলার পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিয়াদ। এছাড়া অন্যান্য ব্র্যান্ডের অপরিশোধিত তেলের দামও বাড়ানো হয়েছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত মাসে আরব ক্রুড লাইটসহ অন্যান্য ব্র্যান্ডের অপরিশোধিত তেলের দাম ৬০ শতাংশ বাড়িয়েছিল সৌদি আরামকো।
করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে ডলারের মূল্যমান বাড়তে থাকায় গত দেড় বছরেও বেশি সময় ধরে মন্দাভাব চলছে অপরিশোধিত তেলের আন্তর্জাতিক বাজারে। ডলার সাশ্রয়ের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো তেল কেনা কমিয়ে দেওয়ায় তেলের বাজারে মন্দাভাব শুরু হয়।
বাজার চাঙা রাখতে তেলের কয়েক দফায়ে তেলের উত্তোলন কমিয়েছে সৌদি। সর্বশেষ কমানো হয়েছে গত ফেব্রুয়ারিতে।

ফিলিস্তিনপন্থী প্রতিবাদে যোগ দিয়েছেন অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের ছাত্ররাও

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গাজা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার পর তার ঢেউ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোড়ন তুলতে শুরু করেছে। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও ফিলিস্তিনিপন্থী প্রতিবাদের ঢেউয়ে শামিল হয়ে গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ বন্ধে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। এরই অংশ হিসেবে ফিলিস্তিনিপন্থী শিবিরগুলোর সঙ্গে এক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লন (সবুজ মাঠ) দখল করা শুরু করেছে অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজের ছাত্ররা।
সোমবার সকালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পিট রিভারস মিউজিয়ামের বাইরে তাঁবু বিছিয়ে গাজা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে যোগ দেয় বিশ্ববিদ্যালয়টির ছাত্ররা।
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজের লনে, শিক্ষার্থীরা বলেছিল যে তারা একটি ক্যাম্প স্থাপন করেছে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়টি 'গাজায় ফিলিস্তিনিদের ইসরায়েলের গণহত্যাকে সমর্থন করে'। আয়োজকরা ক্যামব্রিজ এক্স (টুইটার)-এ একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। তাতে দেখা গেছে তাদের সদস্যরা তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে বিখ্যাত লনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যখন বিশ্ববিদ্যালয়টি গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যাকে সমর্থন করছে তখন ছাত্ররা বলেছে যে তারা 'অলসভাবে বসে থাকতে রাজি নয়'। অক্সফোর্ডে, শিবিরের নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানদের কাছে ছয়টি দাবি উপস্থাপন করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে, "ইসরায়েলি গণহত্যা, বর্ণবাদ এবং দখলদারিত্ব বয়কট করা, সমস্ত অর্থের জোগান প্রকাশ করা, বার্কলেসের সঙ্গে ব্যাংকিং বন্ধ করা, গাজার শিক্ষা পুনর্গঠনে সহায়তা করা, ইসরায়েলি গণহত্যা, বর্ণবাদ এবং দখলদারিত্ব থেকে বেরিয়ে আসা।"
বিক্ষোভকারীরা বলছে, 'সহিংসতা, দখলদারিত্ব এবং ধ্বংসাত্মক ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলায় সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার ইতিহাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই।'

ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে মালয়েশিয়া ছাড়ার নির্দেশ দিন: মাহাথির

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহকারী প্রতিরক্ষা ঠিকাদার, যারা বর্তমানে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে তাদের অবিলম্বে মালয়েশিয়া ছাড়া করার জন্য দেশটির বর্তমান আনোয়ার ইব্রাহিমের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মাহাথির মোহাম্মদ। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে, লকহিড মার্টিন এবং এমবিডিএ (বিএই) সিস্টেমস তারা নিয়মিত প্রদর্শন করতো, যা ফিলিস্তিনিদের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বড্ড বেমানান ছিলো এবং এ সংস্থা দুটি বর্তমানে মালয়েশিয়ায় চারদিন ব্যাপী, ডিফেন্স সার্ভিসেস এশিয়া এক্সিবিশন এবং এশিয়া ন্যাশনাল সিকিউরিটি এক্সিবিশন ২০২৪ এ অংশ নিচ্ছে।
সোমবার তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (টুইটার)-এর একটি পোস্টে বলেছেন, এই প্রদর্শনীতে তাদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া মানে তেল আবিব প্যালেস্টাইনে যে নৃশংসতারপরিচয় দিচ্ছে তা তার বিরোধিতা করা। আমাদের সমস্ত চেষ্টাগুলোকে উপহাস করার শামিল। এটা যেন আমরা ফিলিস্তিনিদের রক্ত ঝরাতে তাদের সাথে মিশে আছি।
সোমবার সংবাদমাধ্যম ফ্রি মালয়েশিয়া টুডে জানিয়েছে, মাহাথির স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এ বিষয়ে সরকার এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে মালয়েশিয়া ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে হবে।
শুরু থেকেই ইসরায়েলের কঠোর সমালোচক মাহাথির এ বিষয়ে আরো যোগ করে বলেছেন যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই সচেতন করতে হবে এই বলে যে, মালয়েশিয়া ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা সহ্য করে না।
মালয়েশিয়ার ফিলিস্তিনপন্থী গ্রুপ সেক্রেটারিয়েট সলিডারিটি প্যালেস্টাইন (এসএসপি) এবং পার্টি প্রিবুমি বেরসাতু মালয়েশিয়া একই ধরনের আপত্তি প্রকাশ করার পর মাহাথির মোহাম্মদ সর্বশেষ এই কোম্পানিগুলির উপস্থিতির বিরোধিতা করলেন।
রোববার (৫ মে) ব্যাংক সিম্পানান ন্যাশনাল (বিএসএন) এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সিজিল সিম্পানন প্রিমিয়াম (এসএসপি) বলছে, আইম পয়েন্ট, কোল্ট, এল ৩ হ্যারিস, লিউপোল্ড, শিল্ড এআই এবং লিওনার্দো ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করে তারাও গণহত্যায় মেতে উঠেছে।
এর আগে মালয়েশিয়াকে উপরে উল্লেখিত কয়েকটি কোম্পানি সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে।

জেরুজালেমে আল জাজিরা কার্যালয়ে ইসরায়েলের অভিযান

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার কার্যক্রম বন্ধ ও সরঞ্জাম জব্দের পর এবার দেশটির রাজধানী জেরুজালেমে আল জাজিরার কার্যালয়ে অভিযান চালিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সময় রোববার জেরুজালেমের একটি হোটেল কক্ষে তল্লাশি চালায় দেশটির কর্তৃপক্ষ। ওই কক্ষটি কাতারভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল আল-জাজিরা নিজেদের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করছিল।
ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ও আল-জাজিরার সূত্র রয়টার্সকে তল্লাশির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তাসংস্থাটি। পরে তল্লাশির ঘটনার ভিডিও ফুটেজ অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি কক্ষে সাদাপোশাকে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা ক্যামেরা ও অন্যান্য সরঞ্জাম ভেঙে ফেলছেন।
আল-জাজিরার সূত্র জানিয়েছে, পূর্ব জেরুজালেমে তাদের কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটেছে। ইসরায়েলি সেনাদের ওপর হামাসের রকেট হামলা, নিহত তিনইসরায়েলি সেনাদের ওপর হামাসের রকেট হামলা, নিহত তিন
ইসরায়েলের এমন কার্যকলাপকে অপরাধমূলক পদক্ষেপ বলছে আল জাজিরা। এছাড়া টিভি চ্যানেলটি ইসরায়েলি নিরাপত্তার জন্য হুমকি এমন অভিযোগকে 'বিপজ্জনক' ও 'হাস্যকর মিথ্যাচার' বলা হয়েছে।
আল-জাজিরা বলছে, এমন অভিযোগ তাদের সাংবাদিকদের ঝুঁকিতে ফেলেছে। এ পরিস্থিতিতে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। গত বছরের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধের শুরু থেকেই আল জাজিরা ইসরায়েলের সামরিক অভিযান ও হামলার সমালোচনা করেছে। এছাড়া গণমাধ্যমটি পুরো যুদ্ধজুড়ে সংবাদ তুলে ধরেছে।
রোববার ইসরায়েলের মন্ত্রিসভায় গাজা যুদ্ধ চলা অবস্থায় আল-জাজিরার স্থানীয় কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আল-জাজিরাকে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি দাবি করছে দেশটি। এর পরপরই ইসরায়েলে আল জাজিরার কার্যালয়ে অভিযান ও সরঞ্জাম জব্দ করে দেশটির কর্তৃপক্ষ। এদিকে ইসরায়েলের আল জাজিরা বন্ধ করার সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছে প্রেস ফ্রিডম গ্রুপগুলো। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জার্নালিস্টের ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি টিম ডসন আল জাজিরাকে বলেন, এটি একটি বিপরীতমুখী এবং হাস্যকর সিদ্ধান্ত। তিনি আরো বলেন, গণমাধ্যম বন্ধ করা, টিভি চ্যানেল স্টেশন বন্ধ করা একধরনের কাজ যা স্বৈরাচারীরা করে।

হামলা আসন্ন, নাগরিকদের রাফা ছাড়তে বলল ইসরায়েল

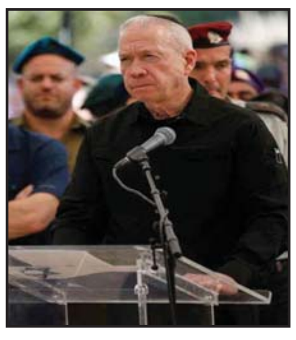

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফাতে পরিকল্পিত স্থল হামলা 'আসন্ন' বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট। মধ্য গাজার নেটজারিম করিডোরে ইসরায়েলি সেনা সদস্যদের তিনি এ কথা বলেন। দীর্ঘ সাত মাসের বেশি সময় ধরে চলা হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে ইতোমধ্যে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে গাজা। হামলা থেকে বাচঁতে গাজার বিভিন্ন অঞ্চলের ১০ লাখের বেশি বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি রাফায় আশ্রয় নিয়েছেন। তবে সম্প্রতি লাখ লাখ জনগোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল এই শহরে হামলা 'আসন্ন' বলে ঘোষণা দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট।
তিনি বলেছেন, আমরা উদ্বেগজনক যেসব লক্ষণ লক্ষ্য করছি, তাতে বোঝা যাচ্ছে- হামাস আমাদের সাথে চুক্তিতে পৌঁছাতে চায় না। এর মানে, রাফাতে সেনা অভিযান আসন্ন। এদিকে রাফার বেসামরিক নাগরিকদের শহর ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।
তারা বলছে, তারা দক্ষিণ গাজার রাফা শহরের জনগণকে সরে যেতে 'উৎসাহিত' করছে। নতুন আশ্রয়ণ হিসেবে আইডিএফ নিকটবর্তী খান ইউনূস এবং মাওয়াসিতে যেতে বলা হয়েছে রাফা শহরের বাসিন্দাদের। আইডিএফ বলছে, এটি 'সীমিত সুযোগ'। উচ্ছেদ অভিযান নয়। প্রাথমিকভাবে সেখান থেকে অন্তত ১ লাখ ফিলিস্তিনিকে মধ্য গাজায় সরিয়ে নেয়া হবে। বর্তমানে অঞ্চলটিতে প্রায় ১২ থেকে ১৪ লাখ ফিলিস্তিনি অবস্থান করছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা প্রত্যাখ্যান করলেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: গাজা ভূখণ্ডে টানা সাত মাস ধরে চলা ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ৩৪ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। বর্বর এই আগ্রাসনের জেরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে ক্ষোভ। এমন অবস্থায় গাজায় যুদ্ধ বন্ধে বাড়ছে বৈশ্বিক চাপ। এমন অবস্থায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে গাজা যুদ্ধ অবসানের জন্য হামাসের দাবি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
তার দাবি, এখন যুদ্ধ বন্ধ করা হলে তা ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসকে ক্ষমতায় রাখবে এবং তারা আবারো ইসরায়েলের জন্য হুমকি হয়ে উঠবে। সোমবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স।
নেতানিয়াহু আরো বলেছেন, হামাসের হাতে এখনো আটক থাকা বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে ইসরায়েল বরং গাজায় চলমান যুদ্ধে বিরতি দিতে ইচ্ছুক। গাজায় হামাসের হাতে এখনো আটক থাকা বন্দিদের সংখ্যা ১৩০ জনেরও বেশি বলে মনে করা হয়।
নেতানিয়াহু দাবি করেন, তবে ইসরায়েল যখন সদিচ্ছা দেখিয়েছে, হামাস তখন তার কঠোর অবস্থানেই রয়ে গেছে। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে, গাজা উপত্যকা থেকে আমাদের সমস্ত বাহিনী সরিয়ে নেয়া, যুদ্ধ শেষ করা এবং হামাসকে ক্ষমতায় ছেড়ে দেওয়া।
ইসরায়েলের এই কট্টরটন্থি প্রধানমন্ত্রীর দাবি, ইসরায়েল এটা মেনে নিতে পারে না। আর তেমনটি হলে হামাস বারবার গণহত্যা, ধর্ষণ এবং অপহরণের প্রতিশ্রুতি পালন করতে সক্ষম হবে।
এদিকে কায়রোতে হামাস নেতারা মিসরীয় এবং কাতারি মধ্যস্থতাকারীদের সাথে যুদ্ধবিরতির আলোচনা রোববার দ্বিতীয় দিনের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে সেখানে কোনও আপাত অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি। মূলত ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র এই গোষ্ঠীটি তার আগের দাবিতেই অনড় রয়েছে যে, যেকোনো চুক্তিতে গাজা যুদ্ধের অবসান ঘটানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১০ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩৩	৫.০০
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.১০	
এশা	৭.২৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

৬.২ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প ইন্দোনেশিয়ায়

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়ায় ৬.২ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্পে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্প আঘাত হানার পরই আতঙ্কিত হয়ে লোকজন বাসাবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) বরাত দিয়ে সোমবার (৬ মে) রাত ১টার দিকে এক্সে দেয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা আনাদোলু।

হামাসের রকেট হামলায় ৩ ইসরায়েলি সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকার ভেতর থেকে হামাসের রকেট হামলায় ইসরায়েলের ৩ সেনা নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো বেশ কয়েকজন। সোমবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
হামাসের সশস্ত্র শাখা আল-কাসাম ব্রিগেড বলেছে, তারা কেরেম শালোম ক্রসিংয়ে হামলা চালিয়েছে এবং স্বল্প-পাল্লার রকেট দিয়ে তারা ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্যবস্তু করেছে।
ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, কেরেম শালোম থেকে প্রায় ৩.৬ কিলোমিটার (২.২ মাইল) দক্ষিণে গাজার রাফাহ ক্রসিংয়ের কাছে একটি এলাকা থেকে ১০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে।
আইডিএফ আরো বলেছে, একটি বেসামরিক আশ্রয়কেন্দ্রের প্রায় ৩৫০ মিটার দূরে অবস্থিত একটি স্থাপনা থেকে এসব রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তবে পরে তারা লঞ্চার এবং কাছাকাছি একটি সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়েছে।
গাজায় সাত মাস ধরে ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে এবং এতে করে সেখানে তীব্র মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে। চলমান এই সংঘাতের মধ্যে গাজার অসহায় ও দুর্গত মানুষকে খাদ্য ও চিকিৎসা সামগ্রীসহ মানবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য যে কয়েকটি পথ ব্যবহৃত হয়ে আসছে তার মধ্যে এই ক্রসিংটি অন্যতম।

ইসরায়েলে মার্কিন গোলাবারুদের একটি চালান থামাল বাইডেন প্রশাসন

আপনজন ডেস্ক: প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি গোলাবারুদের একটি চালান ইসরায়েলে পাঠানোর বিষয়টি থামিয়েছে জো বাইডেন প্রশাসন। বাইডেন প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবগত একটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। তবে বাইডেন প্রশাসন কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল, তা প্রকাশ করেনি। তবে গাজা উপত্যকার রাফায় সম্ভাব্য ইসরায়েলি সামরিক অভিযানের সঙ্গে বাইডেন প্রশাসনের এই গোলাবারুদ আটকানোর সিদ্ধান্তের কোনো যোগসূত্র নেই বলে জানিয়েছে ওই সূত্র। তাছাড়া এই সিদ্ধান্ত ইসরায়েলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য চালান পাঠানোর বিষয়টিকে প্রভাবিত করবে না।
চালানটির বিষয়ে জানতে চাইলে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক মুখপাত্র ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া চলমান নিরাপত্তা সহায়তার কথা উল্লেখ করেন।
মুখপাত্র বলেন, গত ৭ অক্টোবরের হামলার পর থেকে ইসরায়েলের জন্য নিরাপত্তা সহায়তা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলকে জরুরি সহায়তা দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সর্ববৃহৎ সম্পূরক বরাদ্দ পাস করেছে। ইরানের হামলা থেকে ইসরায়েলকে রক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র একটি অভূতপূর্ব জোটের নেতৃত্ব দিয়েছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের পরিকল্পনা করেছেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: প্রায় আড়াই বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তিনি এই পরিকল্পনা প্রকাশ করতে চান না। নাম না প্রকাশ করার শর্তে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র ডেইলি টেলিগ্রাফকে এ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। যুক্তরাজ্যের এই পত্রিকার বরাত দিয়ে রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম তাসও এ খবর প্রকাশ করেছে।
ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে সূত্রটি বলেছে, এ নিয়ে পরিকল্পনা আছে। তবে এ নিয়ে তিনি (ট্রাম্প) টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিতে যাচ্ছেন না।
সূত্রটির মতে, মার্কিন ভোটারদের মন জয়ে ট্রাম্প একটি সাধারণ বার্তা দিতে চান।
আর সেটা হলো তিনি এই যুদ্ধের ইতি টানবেন।
উল্লেখ্য, রাশিয়া ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন আক্রমণ করে। এই যুদ্ধের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের সবচেয়ে বড় শরণার্থী সংকটের সূত্রপাত হয়। এতে ৮৮ লাখেরও বেশি ইউক্রেনীয় দেশ ছেড়েছে এবং আরও লক্ষাধিক অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১২৩ সংখ্যা, ২৪ বৈশাখ ১৪৩১, ২৭ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

আফ্রিকা মহাদেশ

দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ফ্রিডম ডে' ৩০ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। ১৯৯৪ সালে ২৭ এপ্রিল দেশটির কালো মানুষেরা ভোটাধিকার অর্জন করে। এই উপলক্ষ্যে আমরা উহার জাঁকজমকপূর্ণ উদ্যাপন দেখিতে পাইতেছি। 'ফ্রিডম ডে' তথা গণতন্ত্রের তিন দশক পূর্তির উদ্যাপন ঘটিতেছে, কিন্তু যেই স্বপ্ন দেখিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা তাহার দেশের জন্য আত্মোত্সর্গ করিয়াছিলেন সেই স্বপ্ন কতখানি পূরণ হইয়াছে আর কতখানি ফিকা হইয়াছে–তাহা এখন সকলেই কমবেশি অনুধাবন করিতে পারেন। ১৯৯৪ সালে যখন নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন তিনি ডেসমন্ড টুটুকে 'ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন' স্থাপনের দায়িত্ব দেন। বর্ণবাদী শাসনের সময় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ–এই উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে যেই সকল অপরাধ করিয়াছিল, সেইগুলি তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল এই কমিশনকে। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চ বিশপ ডেসমন্ড টুটু, যিনি দেশটিতে বর্ণবাদী শাসনের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিয়াছিলেন, তিনি ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মৃত্যুর পূর্বে দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন–যেইভাবে তাহারা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় সকল কিছু সেইভাবে ঘটে নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ ডি ক্লার্ক যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন ১৯৯০ সালে তিনি ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দেন এবং একই সঙ্গে তিনি নির্বাচনের ঘোষণাও দেন। কী বিস্ময়কর ব্যাপার! ম্যান্ডেলা প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন শ্বেতাঙ্গ ডি ক্লার্ককেই তিনি তাহার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করেন। সুতরাং ম্যান্ডেলার ভাবনা শুধু কালো মানুষের মুক্তি নহে, তিনি চাহিয়াছিলেন মানুষেরই মুক্তি। তাহার ভাবার্থ হইল–কালো মুক্তির অর্থ সাদারও মুক্তি–অর্থাত্ তাহা মানবতারই মুক্তি, যেই মুক্তি যুক্তরাষ্ট্রে দেড় শত বত্সর পূর্বে আনিয়াছিলেন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন, তাহার দেশ হইতে ক্রীতদাস প্রথার বিলোপসাধন করিয়া নেলসন ম্যান্ডেলা তাহার 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে আমাদের জানাইয়াছেন তাহার ২৭ বত্সরের জেলবন্দি জীবনের সেই পরম সহিষ্ণুতার সংগ্রামমুখর দিনগুলির কথা। রোবেন দ্বীপের নির্বাসিত জীবনে মানুষদের মুক্তির জন্য তিনি শক্তি লইয়াছিলেন প্রকৃতি হইতে। সশ্রম কারাদণ্ডের অংশ হিসেবে একটি চুনাপাথরের খনিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করিবার সময়ও ম্যান্ডেলা কারা-অন্তরিনে বর্ণবৈষম্যের শিকার হইয়াছিলেন রাষ্ট্রের নিয়মেই। সামান্য খাদ্য এবং সব চাইতে কম সুবিধাপ্রাপ্ত রাজবন্দি হিসেবে তিনি জানিতেন না, কত বত্সর পার হইলে উষার আলো প্রবেশ করিবে তাহার কারাকুঠুরিতে। যেইভাবেই হউক, একসময় এই নিরন্তর অহিংস সংগ্রাম ও অতিসংযমী ধৈর্যের ফসল ভরিয়া উঠে ম্যান্ডেলার আঙিনায়। তিনি হইয়া উঠেন বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা ও ধৈর্যের প্রতীক। ম্যান্ডেলা মনে করিতেন, 'এই পৃথিবীকে যেই রকম দেখিতেছি, তোমাকে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। আমাদের কাজ হইবে, আমরা যেইরূপ (মানবিক) পৃথিবী চাহি, তাহা খুঁজিয়া লওয়া।'

কিন্তু এখন কেমন রহিয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্র? ছোট্ট কথায় তাহার আভাস দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু মৃত্যুর পূর্বে বলিয়া গিয়াছিলেন। আমরাও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন খবরাখবরে তাহার আভাস পাই। গণতন্ত্র তো কেবল উদ্যাপনের নহে, তাহা চর্চার বিষয়। কেবল দক্ষিণ আফ্রিকাই নহে। গত বত্সর গণতন্ত্রের দুঃসময় পার করিয়াছে আফ্রিকা মহাদেশ। সেইখানে বত্সর জুড়িয়াই একের পর এক অভ্যুত্থানে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়াছে কথিত গণতন্ত্র। গত বত্সরের ক্যালেন্ডারের পাতায় পাতায় ছিল বুট-বুলেটের গর্জন। রাজনৈতিক ঝড়ে আফ্রিকার মধ্য ও সাব-সাহারা অঞ্চলে পরপর পাঁচ দেশে অভ্যুত্থান ঘটে–নাইজার, সিয়েরা লিয়ন, গ্যাবন, বুরকিনা ফাসো ও গিনি বিসাও। ভয়াবহ রূপ নেয় সুদানের গৃহযুদ্ধও। হত্যা, গুম, ধর্ষণসহ অসংখ্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের আঁতুড়ঘর হইয়া উঠে মহাদেশের এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলো। গণতন্ত্রের চারাগাছ অনেক দেশের আবহাওয়া ও মাটিতে ঠিকমতো খাপ খাইতে পারে না। কেবল আফ্রিকা নহে, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই এই সমস্যা দেখা যায়।

• • • • • • • • • • • •

মুসলমানদের এলাকায় কেন 'পিছিয়ে' তৃণমূল

মধ্য পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলা মুর্শিদাবাদ ও মালদা, যেখানে ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ মুসলমান, সেখানে আগামী দুই দফায় পাঁচ আসনে ভোট। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদে তিনটির মধ্যে দুটি আসন–জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ–২০১৯ সালে জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বহরমপুর আসন পেয়েছিল কংগ্রেস। মালদার দুটি আসন উত্তর ও দক্ষিণের একটি, অর্থাৎ উত্তর পেয়েছিল বিজেপি এবং দক্ষিণ কংগ্রেস। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের বড় অংশ তৃণমূলের পাশে থাকলেও এ দুই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় তৃণমূলের কপালে দুঃখ আছে বলে অনেকেই মনে করছেন। এর কারণ কী? লিখেছেন **শুভজিৎ বাগচী**

মধ্য পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলা মুর্শিদাবাদ ও মালদা, যেখানে ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ মুসলমান, সেখানে আগামী দুই দফায় পাঁচ আসনে ভোট। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদে তিনটির মধ্যে দুটি আসন–জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ–২০১৯ সালে জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বহরমপুর আসন পেয়েছিল কংগ্রেস। মালদার দুটি আসন উত্তর ও দক্ষিণের একটি, অর্থাৎ উত্তর পেয়েছিল বিজেপি এবং দক্ষিণ কংগ্রেস।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের বড় অংশ তৃণমূলের পাশে থাকলেও এ দুই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় তৃণমূলের কপালে দুঃখ আছে বলে অনেকেই মনে করছেন। এর কারণ কী?

'এর একটা কারণ, যেটা আপাতদৃষ্টে চোখে পড়ে, সেটি হলো, অন্তত মুর্শিদাবাদে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের জোটটা ভালো হয়েছে এবং ভালোভাবে কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গে সম্ভবত মুর্শিদাবাদেই জোটটা এত ভালোভাবে কাজ করছে। ফলে জোটের ভালো ফল করার একটা সম্ভাবনা রয়েছে,' বললেন মুর্শিদাবাদের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্রদীপ দে।

কতগুলো বিষয়ের দিকে চোখ রাখলেই বোঝা যাবে জোট কতটা শক্তপোক্ত।

লোকসভার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় একটা উপনির্বাচন হচ্ছে, কারণ সেখানে বিধায়ক মারা গিয়েছেন। এই আসনে এককভাবে মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যে কংগ্রেসের প্রধান অধীর চৌধুরী প্রার্থী ঘোষণা করেন। এতে জেলা স্তরে সিপিআইএম প্রবল অসন্তুষ্ট হয় এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারেও নামে। কিন্তু জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব বিষয়টি মেনে নেয় রাজ্যে বামফ্রন্ট-কংগ্রেসের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে। অন্যদিকে কংগ্রেস মুর্শিদাবাদ আসন ছেড়ে দেয় সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে, সিপিআইএমের কাস্তে-হাতুড়ি-তারা উত্তরীয় পরিয়ে অধীর চৌধুরীকে বরণ করেন সেলিম। আবার অধীরের মনোনয়ন পেশের দিন উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের রাজ্য নেতৃত্ব। এ ছাড়া যে কাজ করতে গিয়ে তাঁরা অতীতে বিশেষ সফল হননি, সেটা হলো একসঙ্গে জোট বেঁধে প্রচার। এবারে গোড়া থেকে জোটবদ্ধভাবে দুই দল প্রচার করেছে।

মুর্শিদাবাদের ডোমকল বিধানসভা আসনে বিজেপির স্থানীয় কর্মী ঋতুরাজ বিশ্বাস প্রথম আলোকে বলেন, 'এই ডোমকলেই কয়েক দিন আগে অধীরদা ও সেলিম জনসভা করলেন। সাংঘাতিক ভিড় হয়েছিল। ভাবতেই পারিনি এখানে কংগ্রেস-সিপিআইএমের মিটিংয়ে এত লোক হতে পারে।'

বিপদ বুঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত শনিবার পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ ও মালদায় এক ডজন জনসভা করেছেন।

মুর্শিদাবাদে তিনটির মধ্যে অন্তত দুটি আসন আশা করছে তৃণমূল। এর কারণ, অতীতে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের দুর্গ বলে পরিচিত ৬৬ শতাংশ সংখ্যালঘুর এই জেলায় বর্তমানে ২২টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২০টি তৃণমূলের, অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ ও পৌরসভা তৃণমূলের দখলে। তারপরও যদি তারা মুর্শিদাবাদে তিনটি আসনের মধ্যে অন্তত দুটি না পায়, তবে তা হবে লজ্জার, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা ভারতের মানুষ যখন মনে করে তৃণমূল সংখ্যালঘুর স্বার্থ কিছুটা হলেও দেখে।

সে কারণেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভগবানগোলায় এক জনসভায় তিনি বলেছেন, 'আমি জানি, ভোট তৃণমূল ও সিপিআইএমের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। কিন্তু আমি হাতজোড় করে অনুরোধ করব, দুটি ভোটই তৃণমূলকে দিতে।' কিন্তু এরপরও মালদা ও মুর্শিদাবাদে মুসলমান সমাজ তৃণমূলকে ভোট দেবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

'এর প্রধান কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে,' বললেন দুই জেলার একটির সাবেক তৃণমূল সভাপতি, নাম প্রকাশ না করার শর্তে।

'বহরমপুরে পাঁচবারের এমপি অধীর চৌধুরীর অবস্থা এবারে একেবারেই ভালো ছিল না। তিনি যথেষ্ট চাপে রয়েছেন এবং মাঝেমধ্যেই প্রকাশ্যে মাথা গরম করছেন। এর কারণ, বহরমপুরের সাতটি বিধানসভার মধ্যে ছয়টি তৃণমূলের দখলে এবং একটি বিজেপির দখলে। পৌরসভা বা গ্রাম পঞ্চায়েতও অধীরের নিয়ন্ত্রণে নেই।

এই রকম অবস্থায় তৃণমূল নেতৃত্বের উচিত ছিল একজন স্থানীয় শক্তপোক্ত প্রার্থী বহরমপুরে দেওয়া। কিন্তু তারা তা না দিয়ে গুজরাট থেকে নিয়ে এল সাবেক ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে, যাঁর স্থানীয় বা জাতীয় কোনো রাজনীতি নিয়েই বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান ভোটের একটা অংশ বহরমপুরে কংগ্রেসে, অর্থাৎ অধীরের দিকে যাবে,' বললেন তৃণমূল নেতা।

মুর্শিদাবাদে তিনটির মধ্যে অন্তত দুটি আসন আশা করছে তৃণমূল। এর কারণ, অতীতে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের দুর্গ বলে পরিচিত ৬৬ শতাংশ সংখ্যালঘুর এই জেলায় বর্তমানে ২২টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২০টি তৃণমূলের, অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ ও পৌরসভা তৃণমূলের দখলে। তারপরও যদি তারা মুর্শিদাবাদে তিনটি আসনের মধ্যে অন্তত দুটি না পায়, তবে তা হবে লজ্জার, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা ভারতের মানুষ যখন মনে করে তৃণমূল সংখ্যালঘুর স্বার্থ কিছুটা হলেও দেখে।

রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল বহরমপুরের এক স্কুলশিক্ষক আসিফ জোয়ারদার বললেন, 'তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা চান না যে ইউসুফ পাঠান জিতুক, কারণ সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বলা হবে বহরমপুরে বাইরের প্রার্থী জিততে পারে, কিন্তু স্থানীয়রা নয়।' তবে তৃণমূলের তরফে বাইরের প্রার্থী আনার একটা কারণ ব্যাখ্যা দিলেন এক স্থানীয় নেতা। তিনি বলেন, 'গোটা রাজ্যে ও মুর্শিদাবাদে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত তৃণমূল কংগ্রেস। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। তৃণমূলের এক এমএলএ এবং বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অপূর্ব সরকারের সঙ্গে এবং রবিউল আলম চৌধুরীর (এমএলএ এবং বহরমপুর জেলার সাংগঠনিক সভাপতি) অহিনকুল সম্পর্ক। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে অপূর্ব ও রবিউলের সম্পর্কও সাপে-নেউলে। হুমায়ুন ধারাবাহিকভাবে ওদের আক্রমণ করেছে। রবিউল রেজিনগরের বিধায়ক। হুমায়ুনের বাড়ি রেজিনগরের শক্তিপুরে। কিন্তু কারও সঙ্গেই কারও বনিবনা নেই। একটা ক্ষুদ্র অঞ্চলে যদি এই পর্যায়ের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে স্থানীয় কোনো নেতাকে মনোনয়ন দিলে কী হতো ভাবতে পারছেন? বাকি নেতারা ভেতর থেকে অন্তর্ঘাত করে নিশ্চিতভাবে দলকে হারাত। সেটা মাথায় রেখেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলনেত্রী বাইরের প্রার্থী এনেছেন।'

সবদিক বিচার করে স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, বহরমপুর আসনে শেষ পর্যন্ত পাঁচবারের এমপি কংগ্রেসের অধীরই পাবেন, কারণ তৃণমূলের গোষ্ঠীবিভ্রাটে বিপর্যস্ত ভোটাররা বিধানসভা বা পঞ্চায়েতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে ভোট দিলেও লোকসভায় দেবেন কংগ্রেসকে। মুর্শিদাবাদের অপর একটি আসন জঙ্গিপুরে (যেখান থেকে অতীতে সংসদ সদস্য হয়েছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়) তৃণমূলের জেতার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ সেখানে প্রার্থী হয়েছেন মুর্শিদাবাদের প্রধান শিল্প বিড়ির অন্যতম প্রভাবশালী ব্যবসায়ী খলিলুর রহমান। ২০১৯ সালেও তিনি এই আসনে জয়ী হয়েছিলেন। বিড়িমালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রমিকদের দাবিদাওয়া ঠিকমতো না মেটানো। 'খলিলুর মোটামুটি শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। মানুষের সঙ্গে মেশার স্বাভাবিক একটা প্রবণতাও তাঁর রয়েছে। সে কারণেই শেষ পর্যন্ত জিততে পারেন,' বললেন অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মী তন্ময় মজুমদার।

তবে তৃতীয় আসন, মুর্শিদাবাদে ২০১৯ সালে জয়ী তৃণমূলের প্রার্থী আবু তাহেরের অবস্থা সুবিধার নয়। তাঁর বিপরীতে দাঁড়িয়েছেন সিপিআইএমের হেভিওয়েট সেলিম। 'সেলিম প্রবল পরিশ্রমও করছেন।

অনেক জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের থেকে সিপিআইএমের পতাকা অনেক গ্রামে বেশি। এ অবস্থায় মুর্শিদাবাদ আসনটিতে লড়াই হচ্ছে সমানে সমানে, যেখানে তৃণমূল খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। আবার তারা এখানে জিততেও পারে,' বললেন সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে বসে যাওয়া জিম নওয়াজ।

মালদার চিত্র

জিম নওয়াজকে দেখেই কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়, কেন মালদা ও মুর্শিদাবাদের তৃণমূলের অবস্থা সুবিধার নয়। কট্টর বিজেপিবিরোধী জিম অতীতের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সাংগঠনিক কাজকর্মের কিছুটা তদারক করেছেন মুর্শিদাবাদে, বিশেষত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। গত জানুয়ারি মাসে দল ছেড়ে তিনি এককভাবে প্রচার করছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে দক্ষিণ মালদায় তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলী রায়হানের বিরুদ্ধে। ওই আসনের ভোটার জিম সেখানে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ; যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ জিম।

তবে জিমের বক্তব্য, দক্ষিণ মালদায় (যেখান থেকে প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গনী খান চৌধুরীর পরিবার ধারাবাহিকভাবে জিতে আসছে) তৃণমূলের মুসলমান সমর্থকের বড় অংশ ভোট দেবে কংগ্রেসকে। গতবারও দিয়েছিল। এই আসনে তৃণমূলের জেতার প্রায় কোনোই সম্ভাবনা নেই।

'একই সঙ্গে সামান্য হলেও বিজেপির জেতার একটা সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ বিজেপি প্রার্থী এখানে সামান্য ভোটের ব্যবধানে গতবার হেরেছিলেন। এবার যদি ৬০ শতাংশের কিছু বেশি মুসলমান ভোট কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়, তবে প্রায় ৪০ শতাংশ হিন্দু ভোট ও কিছু মুসলমান ভোট টেনে শেষ পর্যন্ত জিতে যেতে পারে বিজেপিও,' বললেন জিম।

উত্তর মালদায় সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানকার মুসলমান সমাজ প্রার্থী নিয়ে সন্তুষ্ট নয়।

সিপিআইএমের সাবেক নেতা খগেন মুর্মু আদিবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয় না হলেও নিজে আদিবাসী হওয়ার কারণে তাঁর কিছুটা প্রভাব রয়েছে সমাজের মধ্যে। বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ২০১৯ সালে মুর্মু জিতেছিলেন মালদা উত্তরে। এবারও তাঁর জেতার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় মানুষ। ফলে এই প্রতিবেদন লেখার সময় মনে করা হচ্ছে, মালদা ও মুর্শিদাবাদের পাঁচ আসনের মধ্যে চারটিতেই পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

সৌজন্যে: প্র. আ.

মিসর কি পারবে ইসরায়েলকে ঠেকিয়ে দিতে

আহমেদ আবদিন

গত মাসে কায়রোতে ইসরায়েল ও মিসরের সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বৈঠকে বসেছিলেন। রাফায় ইসরায়েলের স্থল অভিযান, সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি ও গাজা যুদ্ধ বন্ধ করতে জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। কয়েক দিন পর মিসরের একটি প্রতিনিধিদলও তেল আবিব সফরে যান। সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে তারা ইসরায়েলি নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেত, মোসাদ ও দেশটির সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

এদিকে মিসরের একটি সরকারি সূত্র দেশটির সংবাদপত্র আল-শোরোককে বলেছে, রাফায় আগ্রাসন চালালে সেটা হবে ইসরায়েল-মিসর চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ইসরায়েল রাফায় আগ্রাসন শুরু করলে মিসরও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক বৈঠক দুটিতে মিসরের প্রতিনিধিরা এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন যে জিম্মিদের মুক্তি দিতে একটি চুক্তিতে পৌঁছতে হামাসকে চাপ দেবে তারা। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের দিক থেকে মিসরকে জানানো হয়েছে, রাফায় অভিযান শুরুর আগে চুক্তিতে পৌঁছনোর এটাই 'শেষ সুযোগ'।

এ আলোচনার মধ্যেই মিসর নানা পথে চেষ্টা করে যাচ্ছে, বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের স্রোত যেন সিনাই উপত্যকার দিকে না আসে। মিসর সরকারের জন্য ফিলিস্তিনিদের গণবাস্তুচ্যুতি প্রাথমিক উদ্বেগের কারণ। এ ছাড়া মানবিক, সামরিক ও নিরাপত্তার মতো বিষয়ও রয়েছে। নিজস্ব অধিবাসী এবং গাজার বিভিন্ন জায়গা থেকে উচ্ছেদ হয়ে আসা বিপুলসংখ্যক ফিলিস্তিনিসহ রাফা এখন ১০ লাখের বেশি মানুষের শহর। সে কারণে সেখানে অভিযানের মানে হচ্ছে, লাখ লাখ ফিলিস্তিনির মিসরের দিকে চলে আসা। বারবার এ ধরনের কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে, তার বিরোধিতা করে আসছে মিসর। ইত্যবসরে রাফায় অভিযানের জন্য একটি অপসারণ–পরিকল্পনা করেছে। ফিলিস্তিনিদের তাঁবুগুলো অন্য জায়গায় সরানোর কথা বলছে তারা। কিন্তু এই অভিযানে এত বিপুলসংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে, এই পরিকল্পনা পুরোপুরি অবাস্তব। তা ছাড়া কিছু ফিলিস্তিনি যারা উত্তর দিকে ফিরতে চেষ্টা করছে, ইসরায়েলের গণহত্যার মুখোমুখি হয়ে ও পথে পথে গণকবর দেখে, তারাও পথ পরিবর্তন করে সিনাই উপত্যকার দিকে চলে যাবে।

মিসরের হাতে এখন বিকল্প ফুরিয়ে এসেছে। ইসরায়েলের রাফা অভিযান থামাতে গেলে তাদের হাতে এখন একটাই পথ খোলা আছে। সেটা হলো হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে একটা বন্দিবিনিময় চুক্তি করানো। একই সঙ্গে আবার রাফায় সম্ভাব্য ইসরায়েলি আগ্রাসন হলে বিপুলসংখ্যক ফিলিস্তিনি যে দেশছাড়া হবে, তাদের আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তুতিও নিচ্ছে মিসর। হঠাৎ কিছু ঘটলে কী করতে হবে, সে পরিকল্পনা মিসর করেছে।

মিসর পরিকল্পনা করেছে, বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের জন্য তারা এমনভাবে শিবির স্থাপন করবে, যাতে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করা যায়। এ ছাড়া আঞ্চলিক নিরাপত্তা বাড়ানো এবং উত্তর সিনাইয়ে প্রবেশ ও বের হওয়ার পথের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মতো পরিকল্পনাও তারা নিয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, রাফায় ইসরায়েলের অভিযানকে নিজেদের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে দুঃস্বপ্ন হিসেবে দেখছে কায়রো। সীমান্তের দুই পাশে ফিলিস্তিন ও মিসরের শহরের একই রাফা নাম, কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। ইতিহাসে দুই শহর মিলেই একসময় একটি শহর ছিল। ১৯৮২ সালে ইসরায়েল সিনাই উপত্যকা থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং সীমানা নির্ধারণের পর একটি শহর দুই দেশের দুটি শহর হয়ে যায়।

একটি আন্তর্জাতিক সীমানা রাফাকে দুটি ভাগে ভাগ করলেও মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। এমন অনেক পরিবার আছে, যাদের কিছু সদস্য ফিলিস্তিনের রাফায় থাকে আর কিছু সদস্য মিসরের রাফায় থাকে। দুই রাফার মধ্যকার এই বাস্তবতার কারণে ফিলিস্তিনের রাফা থেকে শরণার্থীরা এলে মিসরের জন্য বিশাল বড় নিরাপত্তা–চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে। কেননা, ইসরায়েলবিরোধী প্রতিরোধ লড়াইয়ের ঘাঁটি হয়ে উঠবে সিনাই উপত্যকা।

এর আগেও, ২০০৫ ও ২০০৮ সালে ফিলিস্তিনিরা রাফায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু এবারের চেয়ে তখন বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। ফিলিস্তিনিরা তখন জানত, তারা আবার গাজায় ফিরে যাবে। কিন্তু এবারে ইসরায়েল তাদের বসতিকে পুরোপুরি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এই নিষ্ঠুর বাস্তবতায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে পারে। গত দশকে আমরা দেখেছি, মিসরের সেনাবাহিনী সেসব সশস্ত্র যোদ্ধার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, যারা সামরিক বাহিনী, রাষ্ট্র ও বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করেছে। কিন্তু দৃশ্যপটে যদি এমন কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, যারা ইসরায়েলকে লক্ষ্যবস্তু করছে, তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ব্যবস্থা নিলে সেটাকে দেখা হবে মিসর ইসরায়েলের নিরাপত্তা দিতে কাজ করছে। সেটা মিসর সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

অন্যদিক মিসরের ভূখণ্ড থেকে প্রতিরোধ যোদ্ধারা যদি ইসরায়েলের দিকে হামলা শুরু করে, তাহলে মিসরে সরাসরি হামলার বৈধতা পেয়ে যাবে ইসরায়েল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মিসর নীরবে বসে থাকার মতো বিলাসিতা দেখাবে না। যদিও এখন পর্যন্ত মিসর চায় না এমন কোনো উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হোক, যেখানে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সংঘাতে জড়িয়ে পড়া লাগে।

চার দশকের বেশি সময় আগে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি হওয়ার পর থেকে মিসর ও ইসরায়েলের মধ্যে সামরিক ও নিরাপত্তা সমন্বয়ের কাজটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দেশ দুটির সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই এগিয়ে চলছে। কেউ কেউ এমন যুক্তিও দেন যে ইসরায়েলের কাছে মিসরের গুরুত্বটা ওয়াশিংটনের কাছে উপসাগরীয় তেলের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে মিসরের সরকারগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে শত শত বিলিয়ন সহযোগিতা পেয়েছে। রাজনৈতিক–আন্তর্জাতিক সমর্থন পেয়েছে। বিভিন্ন সংকট থেকে উত্তরণের পথরেখা পেয়েছে। এ সমর্থনই জনচাপের মুখে মিসরের স্বৈরশাসকদের রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাত অক্টোবরের পর থেকে মিসর শান্তিপূর্ণভাবে গাজা সংকট সমাধানের চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু সেটা মিসর সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে। অনেক সময় সেসব প্রতিবাদ–বিক্ষোভ বল প্রয়োগ করে দমনও করতে হয়েছে।

সিনাই যদি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলার ঘাঁটি হয়ে ওঠে, তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ নেবে।

আহমেদ আবদিন, মিসরের সাংবাদিকও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মিডলইস্ট থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদ

প্রথম নজর

লিচু চাষিরা পোকার আক্রমণ নিয়ে শঙ্কায়, স্বস্তি দিতে পারে বৃষ্টি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: তীব্র তাপদহে ভুগছে বাংলা। আর এই সময়ে গ্রীষ্মকালীন ফল যেমন লিচু, আম সহ একাধিক ফলেতে অত্যাধিক গরমে ফেঁটে যাচ্ছে, কালো হয়ে যাচ্ছে, পচে নস্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে ফল ছিদ্রকারী পোকার উপদ্রব অনেক বেড়ে গেছে।এবছর আমের ফলন খুব বেশি না হলেও লিচুর ভালো ফলন হওয়ায় খুশিতে ছিল চাষিরা। কিন্তু পোকার আক্রমণে এখন তাঁরা দিশেহারা।পেয়ারার পাশাপাশি লিচুর জন্যে আমাদের রাজ্যের মধ্যে বারুইপুর অঞ্চলটি বেশ বিখ্যাত। এখানে প্রায় ৭০০ হেক্টর লিচুর বাগান রয়েছে।

মে মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে বাজারে প্রথম যে লিচু আমরা পেয়ে থাকি তা এই অঞ্চলেরই বাগানের লিচু।এবছর তীব্র তাপদহে এই সময় লিচুতে ফল ছিদ্রকারী পোকার (কনোপোমর্ফা সাইনেন্সিস) আক্রমণে চাষিরা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত। এ ব্যাপারে বারুইপুরের কয়কজন লিচু চাষি বলেন,এবছর লিচুর ভালো ফলন দেখে ভাবলাম এবারে আমাদের উপার্জন ভালো হবে কিন্তু পোকা সব শেষ করে দিয়ে গেল। এব্যাপারে নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের শস্য সুরক্ষা বিদ ড:প্রবীর কুমার গরাই বলেন, এই পোকা মথ পাতার তলদেশে, ফুলের বৃতির নিচে অথবা ফলের উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে নির্গত লার্ভা ফল ও বৃন্তের সংযোগস্থলে ছিদ্র করে ফলের মধ্যে প্রবেশ করে ও ফলের গোড়ার দিকে শাঁস ও বীজ খেতে থাকে। ছোট অবস্থায় আক্রমণ হলে আক্রান্ত ফলগুলি আর বড় হয়না এবং ঝরে পড়ে। পরিণত ফলের খোসা ছাড়ালে ফলের গোড়ার দিকে বীজের মধ্যে সাদা লার্ভা ও তার মল দেখা যায়।আর এতে আক্রান্ত ফলের বাজার দর কমে যায়। তবে এক্ষেত্রে চাষিদের করনীয় হলো লিচু বাগানে ঝরে পড়া ফল ও পাতা সরিয়ে ফেলতে হবে।প্রথমে নিম জাতীয়কীটনাশক যেমন অ্যাজাডিরাক্টিন ১০০০০ পিপিএম @ ২ মিলি প্রতি লিটার জলে ও পরবর্তীতে অতিরিক্ত আক্রমণ হলে এমামেক্টিনবেঞ্জয়েট ৫ এসজি @ ৫ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার জলে অথবা নোভালিউরন @ ৭.৫ মিলি প্রতি ১০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যান পালন বিদ ড: অরিত্র সরকার বলেন,এই প্রখর তাপদহের সময়ে লিচু গাছের পরিচর্যার সময় হলো বিকাল বেলা।রৌদ্রের সময় কোনো ভাবে গাছে জল দেওয়া ও কীটনাশক স্প্রে করা উচিত হবে না। তবে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে বৃষ্টি।

সভার মাঝে এক অসুস্থ শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: রবিবার ঝাড়গ্রামের জামবনিতে অসুস্থ একটি মেয়েকে গাড়িতে করে ঝাড়গ্রামের চিলকিগড় গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠালেন ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কালিপদ সরেন। এর আগে তাকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল জঙ্গলে আগুন নেভানোর কাজে।

এবার রবিবার বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জামবনি ব্লকের গইডোতে প্রচার কর্মসূচি চলাকালীন হঠাৎই তিনি দেখতে পান বৈশাখের এই প্রখর রৌদ্রে একটি বাচ্চা মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মাঝপথে তার বক্তব্য থামিয়ে দেন এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা করেন। যাতে অসুস্থ মেয়েটির প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং যত্ন পান সে ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর এই ভূমিকা দেখে খুশি ওই এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কালিপদ সরেন বলেন, "রবিবার নির্বাচনী প্রচার কর্মসূচি চলাকালীন দেখতে পাই যে", একটি বাচ্চা মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেই সময় তাকে চোখে মুখে জল ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সঙ্গে তাকে দ্রুত গাড়িতে করে চিল্কিগড় গ্রামের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে খবর নিয়ে জানতে পেরেছি সে ভালো আছে ।তাকে স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। এটা আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, সেটাই পালন করেছি। আগে মানবসেবা তারপর রাজনীতি।অন্যদিকে,শনিবার গভীর রাতে নয়াগ্রামের খড়িকামাথানীর কুড়মি পাথরা পেট্রোল পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি বাসে রহস্যজনকভাবে ঘটল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডের জেরে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুটি আস্ত বাস।

জানা গিয়েছে, খড়িকামাথানীর কুড়মী পাথরা পেট্রোল পাম্পের কাছে শনিবার রাতে দাঁড়িয়েছিল দুটি বাস।

একটি বাস খড়িকামাথানী বারিপাদা রুটের। অপরটি খড়িকামাথানী বালেশ্বর রুটের। স্থানীয় সুত্রে খবর,রাত দেড়টা নাগাদ হঠাৎ পেট্রোল পাম্পের কাছে লাল আলো দেখা যায়।সবাই তখন বাইরে এসে দেখেন একটি বাস জ্বলছে।সেই মুহূর্তে কিছু বুঝে উঠার আগেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশে থাকা অপর একটি বাসে। চোখের নিমিষে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দুটি বাস।

ফিরহাদের সভা মঞ্চের পাশেই ‘দুর্নীতি’ ব্যানার কংগ্রেসের মঞ্চে

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: মঙ্গলবার শীতলগ্রাম অঞ্চলের বান্দখালা মোড়ে আসছেন কলকাতা মহানগরীক তথা পুরো মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শীতলগ্রাম অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত এত বড় মাপের নেতা-নেত্রী এই এলাকায় সভা করতে আসেননি। এর কারণ হিসেবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শীতলগ্রাম পঞ্চায়েতে যেভাবে তৃণমূলের হাতছাড়া হয়েছে। এবার সেখান থেকে পুরনো জমি তারা ফিরে পেতে চাইছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি শীতলগ্রামে বিজেপির যে রমরমা তারা থামিয়ে দিতে পারবেন। তার কারণ হচ্ছে, সেই সময়ে বিজেপির যারা কর্মী ছিলেন তারা সকলে তৃণমূলে এসে গেছেন। এবং তাদের নেতৃত্বে ওই এলাকায় তারা ঘুরে দাঁড়াবেন। কিন্তু পঞ্চায়েতের ফলাফল যা বলছে তাতে তৃণমূলের পক্ষে খুব আশঙ্কাজনক। কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনে শীতলগ্রাম পঞ্চায়েতে ২২ টি আসনের মধ্যে বাম কংগ্রেস ন’টি, বিজেপি আটটি এবং তৃণমূল পাঁচটি আসনেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছিল। সেখানে বাম কংগ্রেস এবং বিজেপি রামধনু জোট করে পঞ্চায়েত গঠন করে। এরই মধ্যে এলাকায় আসছেন তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম। তার জন্য জোর কদমের তৃণমূলের পক্ষ থেকে সভা মঞ্চ তৈরীর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। ফিরহাদ হাকিম এখানে এসে কি বলবেন তা শোনার অপেক্ষায় এলাকার মানুষজন। কিন্তু ফিরহাদ হাকিমকে যখন স্বাগত জানাতে চারিদিকে তৃণমূলের পতাকা টাঙ্গানো হচ্ছে, তখন অন্যদিকে বিরোধীরাও কিন্তু রীতিমতো পাল্টা দিচ্ছেন। তারা বান্দখালা মোড়ে ফিরহাদ হাকিমের সভা মঞ্চ সংলগ্ন জায়গায় মঞ্চ তৈরি করেছেন।একই সঙ্গে ওই মঞ্চে শিক্ষা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায় পাহাড় সমান টাকা নিয়ে তার বান্ধবী সহ জেলে আছেন। একই সঙ্গে রেশন দুর্নীতি সহ নারদা কাণ্ডে যুক্ত এমন দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে এলাকা উন্নয়নের জন্য মঞ্চ থেকে বার্তা দিচ্ছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। সেগুলি মিছিলে আসার পথে ফিরহাদ হাকিমের চোখে পড়তেও পারে। না হলে কমসে কম তৃনমূল সমর্থকরা অন্তত ভাববেন। তৃণমূলের ধারণা এই এলাকার মানুষ এত বড় নেতার কাছে যা বার্তা পাবেন সেই বার্তা নিয়ে তৃণমূলের পাশে থাকবেন।

অন্যদিকে বাম কংগ্রেস জোট এবং বিজেপির ধারণা যারা ভোট দিতে আসবেন তারা ফিরহাদ হাকিম কোনটা সত্য বলছেন, কোনটা মিথ্যা বলছেন তা যাচাই করবেন। এবং বিবেক ভোট হিসেবে তারা এবার শাসকবিরোধী ভোট দেবেন। ববি হাকিম কি বলবেন তারই অপেক্ষায় আজকে দিনভর এলাকায় উত্তেজনা।

ইসলামের প্রসারের লক্ষ্যে আলেম হতে চায় ফাজিলে ষষ্ঠ মুজাহিদুল

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গার প্রত্যন্ত গ্রাম বাজেবেলেনীর বাসিন্দা মুজাহিদুল হুদা মন্ডল পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য ফাজিল পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৫০, বিষয়ভিত্তিক নম্বর হলো বাংলায় ৯১, ইংরেজিতে ৮৯, আরবিতে ৯৩, ধর্মতত্ত্বে ৯৩, ইসলামী ইতিহাসে ৮৬, ইসলামী স্টাডিজে ৯৮ নম্বর। ফাজিল পরীক্ষায় মোট ৫ হাজার ৯৫১ জনের মধ্যে মুজাহিদুল এর সাফল্যে আনন্দিত পরিবার সহ এলাকাবাসী।

জানা গিয়েছে, গোবরডাঙ্গা এলাকার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলির মধ্যে ঝনঝনিয়া, বাজেবেলানী, মেটিয়াগাছি অন্যতম। এই সমস্ত এলাকা থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থী পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরীক্ষার মেধাতালিকায় স্থান পাননি। এলাকার গর্ব মুজাহিদুল হুদা এলাকায় এই প্রথম রাজ্যের বৃহৎ কোনো পরীক্ষায় প্রথম দশে ১৫ জনের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে

। স্বভাবতই খুশি তার পরিবার থেকে শুরু করে এলাকার মানুষ। বাড়ি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে সরুপনগরের ওসিয়াহা সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র মুজাহিদুল বরাবরই মেধাবী ছাত্র, মুজাহিদুলের সাফল্যে খুশি মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট আইজুল হক সহ অন্যান্য শিক্ষকরাও। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে মাত্র তিনজন গৃহ শিক্ষক নিয়েই এই সাফল্য পেয়েছে ছেলে। মুজাহিদুলের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সে আগামী দিন ইসলামিক স্কলার হওয়ার স্বপ্ন নিয়েই এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে। দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে মুজাহিদুল জানিয়েছে, ‘আগামীতে সঠিকভাবে আদর্শের সঙ্গে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারে কাজ করতে চাই। আপাতত কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি সাহিত্যে অনার্স নিয়েই পড়বো’ বলে জানিয়েছে মুজাহিদুল। কৃতি সন্তান মুজাহিদুল হুদা মন্ডলের পিতা আলহাজ্ব মনিরুল হুদা মন্ডল ইমামতি করেন পাশাপাশি ইসলাম প্রচার প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। পিতার আশা ছেলে অনেক বড় ইসলামিক স্কলার হোক। তিনি আরো জানিয়েছেন তাঁর তিন পুত্রই ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মুজাহিদুল হুদা মন্ডলের দাদু আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন সাহেব চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়েও ৮ সন্তানকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। হাফেজ, মাওলানা, মুফতি, একাধিক মাদ্রাসা শিক্ষক সম্মিলিত সম্পূর্ণ পরিবারটি ইসলামিক পরীমন্ডলে গড়ে উঠেছে। আগামী দিন মাদ্রাসা বোর্ডের মেধা তালিকায় এই পরিবার থেকে অন্যান্যরাও উঠে আসবে বলে আশাবাদী স্থানীয়রা।

ভোট কর্মীদের বুথে যাওয়ার আগে বিভিন্ন অভিযোগে ক্ষোভ মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাত পোহালেই মঙ্গলবার তৃতীয় দফায় ৭ মে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে মালদার দুই কেন্দ্রে। আগের দিন সোমবার সকাল থেকে ভোটকর্মীদের মধ্যে ইভিএম সহ ভোটের যাবতীয় সামগ্রী বিলির পালা ।সেগুলি নিয়ে ভোট কর্মীরা রওনা দিবেন নির্ধারিত বুথের দিকে।

উল্লেখ্য, মালদা জেলার উত্তর ও দক্ষিণ দুটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য মালদা কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ ও চাঁচল কলেজে ডিসিআরসি করা হয়েছে।

মালদা কলেজে ভোট কর্মীদের অভিযোগ, সকাল থেকে কয়েকশো ভোট কর্মী কলেজ মাঠে এসে পৌঁছন। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলেও তাঁদের জন্য প্রশাসনের তরফে গাড়ির কোনও ব্যবস্থা করা হয় নি। তাঁদের খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়নি যথাসময়ে। বার বার আবেদন করার পরেও ভোট কর্মীদের গাড়ি দিতে বিলম্বের অভিযোগ উঠেছে। ফলে তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে বুথে যেতে পারছেন না। তাঁদের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, গাড়ি না পেলে, তাঁরা কাজেই যাবেন না। ভোট করানোর প্রক্রিয়া বয়কট করবেন।

এক ভোট কর্মী বলেন, “আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। আমাদের পিক আপ পয়েন্ট মালদহ কলেজ দেওয়া হয়েছে। সকাল সাতটা থেকে এসে বসে রয়েছি।” তাঁরা সময়সীমা বেঁধে দেন আধ ঘণ্টা।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই ১৪৩ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মালদহে মোট ভোটার সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৩৩ জন। পুরুষ ভোটার ১৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬১২ জন। মহিলা ভোটার ১৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৫৬ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৯৫ জন।

অন্যদিকে মালদা পলিটেকনিক কলেজ ডিসিআরসি কেন্দ্র থেকে ভোট কর্মীরা বুথে যাওয়ার পথে বিপাকে পড়েন। কারণ,ডিসিআরসি কেন্দ্রের কাছে মূল সড়কে যানজট সমস্যার কারণে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। যদিও পরে যানজট মুক্ত করে বুথ কর্মীদের গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

আর দীর্ঘ একমাস ধরে তীব্র গরমে নাজেহাল মালদাবাসী ভোটের দিন কেমন আবহাওয়া থাকবে তা নিয়েও চিন্তিত। যদিও সোমবার অন্যান্য দিনের তুলনায় রোদের তীব্রতা ছিল না। এক সময় আকাশ আংশিক মেঘলা দেখা যায়। প্রত্যেক ভোটাররই চাইছেন ভোটের দিন স্বাভাবিক আবহাওয়া থাকলে ভোট দেওয়া যাবে খোসমেজাজে। বাস্তবে কি হবে সেটা ভোটের দিনই দেখা যাবে।

রাজ্যে সিপিআইএম একটি আসনও পাবে না, দাবি শুভেন্দুর

আসিফা লস্কর ● রায়দিঘি

আপনজন: রাজ্যের লোকসভা নির্বাচনের ইতিমধ্যেই দামামা বেজে গিয়েছে। রাজনৈতিক ভোট প্রচারে নেমে পড়েছে সকল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। সোমবার বিকেলে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে কৃষ্ণচন্দ্র পুর হাই স্কুলে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী অশোক পুরকাইতের সমর্থনে জনসভা করতে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী জনসভার মঞ্চ থেকে একের পর এক দুর্নীতির ইস্যু নিয়ে রাজ্য সরকারকে তিরবিদ্ধ করেন। তিনি আরো বলেন মানুষকে যদি ভোট দিতে দেয় তাহলে মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে। এলাকায় বিজেপির জনসমর্থন রয়েছে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের যে ৩৫ টি আসনের কথা তিনি বলেছেন তার মধ্যে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী বাপি হালদার কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, যে তার নিজের বুথ তৃণমূলের হয়ে জেতাতে পারেনা সে কিভাবে লোকসভা জিতবে। গতকাল তমলুকে অভিজিৎ গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রুজু করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী তিনি বলেন তৃণমূলের কাছে মামলা আর হামলা ছাড়া কোন অস্ত নেই। তিনি আরো বলেন সংখ্যালঘুদের তেজ পাতার মতন ব্যবহার করছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের দিয়ে ভোটের কাজে ব্যবহার এবং ডাকাতিরতে ব্যবহার করার কাজ করাচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি আরো বলেন কেন্দ্রের যে সকল প্রকল্পের টাকা রাজ্যকে দিচ্ছে সে সকল প্রকল্পের টাকা রাজ্য সরকার খেয়ে নিচ্ছে। কোন কিছুই সাধারণ মানুষের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে না কেন্দ্রের প্রকল্প। আমফান ও ইয়াসের মতন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কেন্দ্রীয় সাহায্য রাজ্যের মানুষরা পায়নি। সবকিছুই তৃণমূলের নেতারা সে নিয়েছে তৃণমূল মানেই দুর্নীতিগ্রস্ত আর চোরদের দল। সব চোরেরাই জেলে ঢুকবে শুধু সময়ের অপেক্ষা। জনসভা থেকে তিনি আরো বলেন, এবার ও একটি আসনে জিতবে না সিপিআইএম।

খেলার মাঠ বন্ধ করে দেওয়ায় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ধুপগুড়ি

আপনজন: খেলার মাঠ বন্ধ। ক্ষুব্ধ খেলোয়াড়রা, অবশেষে জাতীয় সড়ক পথ অবরোধে শামিল হলেন বহু খেলোয়াড়।রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ধুপগুড়ি মহাকুমার অন্তর্গত শহরের বৈরাগুড়ি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের মাঠের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন প্রধান শিক্ষক। এ নিয়ে ব্যাজায় ক্ষিপ্ত ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে মাঠে শরীর চর্চার সঙ্গে যুক্ত একাধিক যুবক-যুবতীরা। মাঠের মুলগেটে তালা দেওয়ার ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে পথ অবরোধের শামিল হলেন একাধিক খেলোয়াড় ও মাঠ পরিচর্চা করা প্রেমিকেরা। দীর্ঘ ১ঘন্টা ধরে পথ অবরোধ চলে। জাতীয় সড়কের দুদিকেই ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধুপগুড়ি থানার ট্রাফিক ওসি ও ধুপগুড়ি থানার পুলিশ বাহিনী। খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলে এমনকি স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কি কারনেই স্কুলে তালা ঝুলানো হলো তা এখনো স্পষ্ট জানা যায়নি।

এ বিষয়ে স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জানান, অভ্যন্তরীণ বিষয় আলোচনা সাপেক্ষে বিষয়টি তারা ভাববেন। আপাতত গেটটি আজ খোলা হল। পরবর্তীতে এ নিয়ে আলোচনা বসা হবে। এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তারা কিছু বলতে চাননি। খেলোয়াড়রা হুমকি দিয়েছেন, ওই মাঠ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় ,তাহলে তারা বৃহৎ আন্দোলন শুরু করবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চুরির চেষ্টা, চাঞ্চল্য

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চুরির চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য। ব্যাঙ্কের ভিতরে অনেক দরকারি নথি, কাগজ পত্র ওলটপালট অবস্থায় ফেলে রাখার পাশাপাশি এক সিভিক ভলেন্টিয়ার এর বাইক নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতির দল। পাশাপাশি তথ্য লোপাটের জন্য ডাকাত দল ব্যাঙ্কের মধ্যে থাকা সিসিটিভির হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি থানার অন্তর্গত বড়গাছি এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে বড়গাছি এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা চালায় একদল দুষ্কৃতি। দুষ্কৃতীরা ব্যাঙ্কে ঢোকার সদর দরজার তালা ভেঙ্গে ব্যাঙ্কের ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর গ্যাস কাটার দিয়ে ব্যাংকের ভল্ট খোলার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয় দুষ্কৃতী দলটি। এমতাবস্থায় ব্যাঙ্কের ভিতরে অনেক দরকারি নথি, কাগজ পত্র ওলটপালট অবস্থায় ফেলে রেখে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় তারা।

এরপরে তারা কুশমন্ডি-মহিপাল রাজ্য সড়কের নাহিট এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে। তবে ওই এলাকায় দায়িত্বে থাকা দুই জন সিভিক ভলেন্টিয়ারের ডাকাত দলকে দেখে সন্দেহ হয়। তাদেরকে কিছু প্রশ্ন করার আগেই ডাকাত দল সিভিক ভলেন্টিয়ারের মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে তাঁদের কাছে থাকা দুটি মোবাইল ও একটি বাইক নিয়ে চম্পট দেয়।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে সংবর্ধনা

মোল্লা জসিমউদ্দিন ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার বিকেলে কলকাতার রবীন্দ্র সদন এলাকার এক বিলাসবহুল হোটেলে সভাগৃহে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কে. জে. বালাকৃষ্ণন কে সংবর্ধনা দিল অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরাম। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রেরার চেয়ারম্যান বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, দুই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক দাস অধিকারী ও দীপক সাহা রায়, রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজিপি নপড়াজিত মুখোপাধ্যায়, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীদের মধ্যে ছিলেন সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত, সঞ্জয় বর্ধন, চন্দ্রশেখর বাগ, কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। আয়োজক সংগঠনেরসাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখার্জি জানান, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কে.জে. বালাকৃষ্ণন জাতীয় মানবাধিকার রক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। তাই এই সংবর্ধনা।

‘মওলা পাক’-এর উরস কলকাতায়

অআমীরুল ইসলাম ● কলকাতা

আপনজন: মেদিনীপুরের ‘মওলা পাক’ নামে খ্যাত মহান সুফি সাধক হযরত সৈয়দ শাহ মুরশিদ আলী আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ) পাকের বার্ষিক উরস উৎসব ২৭ সওয়াল সোমবার দিবাগত রাতে ও মঙ্গলবার যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল।

তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মাদ(সঃ)এর ৩২ তম এবং সেই সঙ্গে কাদেরিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা বড় পীর সাহেব শায়েখ সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ) এর ১৯ তম বংশধর। মেদিনীপুর শহরের জোড়া মসজিদ প্রাঙ্গণে মওলা পাকের মাযার শরীফে, কলকাতার ২২ নম্বর খানকা শরীফ লেন মসজিদে ও ৪ নম্বর হাজি মুহাম্মাদ মহসিন স্কোয়ারে, পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের কারিকরপাড়া কাদেরিয়া মসজিদ

পাকে এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলার হযরত রওশনগঞ্জ মাযার শরীফ ও মসজিদ পাকে একযোগে এই উরস উৎসব পালিত হল। ‘মওলা পাক’ এর বর্তমান স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী ও সাজ্জাদানশীন হযরত সৈয়দ শাহ ইয়াসুব আলী আল-কাদেরী আল-বাগদাদীর পরিচালনায় এইসব অনুষ্ঠান পালিত হয়। ‘মওলা পাক’ ১৩১৮ হিজরির ২৭ সওয়াল পরলোকগমন (বেসালে হক)করেন। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সেদিন ছিল ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৪ ফাল্গুন। সেই হিসাবে প্রতি বছর ৪ ফাল্গুনও মেদিনীপুরের জোড়া মসজিদে মওলা পাকের মাযার শরীফে এই উরস পাক পালিত হয়ে থাকে। প্রতি বছর সেই সময় বাংলাদেশ থেকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পুণ্যার্থী বোঝাই ‘উরস স্পেশাল ট্রেন’ এসে থাকে।

লেভারকুসেনের এবার ৫৯ বছর পুরোনো রেকর্ড স্পর্শ

আপনজন ডেস্ক: লেভারকুসেনের অপরাজেয় যাত্রা চলছেই। সেই যাত্রায় এবার তারা স্পর্শ করেছে ৫৯ বছরের পুরোনো একটি রেকর্ড। জার্মানির বুন্দেসলিগায় গতকাল জাবি আলোনসোর দল ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে।
এই জয়ে নিজেদের অপরাজেয় যাত্রাটা লেভারকুসেন নিয়ে গেছে ৪৮ ম্যাচে। ইতালিয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানো নিজের ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্টে টুইট করে জানিয়েছেন, সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ইউরোপে এটা সবচেয়ে বেশি ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ড। এর আগে এই রেকর্ডে একক অধিকার ছিল পর্তুগালের ক্লাব বেনফিকার। ম্যাচ জয়ের পর লেভারকুসেনের স্প্যানিশ কোচ জাবি আলোনসো ম্যাচ জয়ের পর লেভারকুসেনের স্প্যানিশ কোচ জাবি আলোনসোএএফপি
বেনফিকা ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ইউরোপে ৪৮ ম্যাচ অপরাজিত ছিল।
লেভারকুসেন তাদের পরের ম্যাচটি খেলবে ইউরোপা লিগে। আগামী বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগের সেই ম্যাচে জাবি আলোনসোর দল না হারলে উঠে যাবে ইউরোপা লিগের ফাইনালে। একই সঙ্গে এককভাবে ইউরোপে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি অপরাজিত রেকর্ডের মালিকও হয়ে যাবে তারা।
ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে রোমার মাঠ থেকে ২-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছিল লেভারকুসেন।
রোমা ম্যাচসহ এ মৌসুমে লেভারকুসেনের আর সম্ভাব্য পাঁচটি ম্যাচ আছে। লিগে দুটি, জার্মান কাপের ফাইনাল আর রোমার বিপক্ষে ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগসহ ফাইনাল। সব কটি ম্যাচে অপরাজিত থাকলে ইউরোপের প্রথম দল হিসেবে তারা এক মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়বে।

আইপিএল: লক্ষ্ণৌকে ৯৮ রানে হারিয়ে শীর্ষে কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসকে ৯৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে উঠেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬ উইকেটে ২৩৫ রান তোলে কলকাতা। তাড়া করতে ১৬.১ ওভারে ১৩৭ রানে অলআউট হয় লক্ষ্ণৌ।
১১ ম্যাচে ৮ জয় ও ৩ হারে মোট ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠল কলকাতা। দ্বিতীয় রাজস্থান রয়্যালসের সংগ্রহ ১০ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট। রান রেটে রাজস্থানের (০.৬২২) চেয়ে এগিয়ে শীর্ষস্থানে উঠল কলকাতা (১.৪৫৩)। ১১ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে পঞ্চম লক্ষ্ণৌ।
ফর্মে থাকা ওপেনার সুনীল নারাইন কলকাতার হয়ে ৭ ছক্কা ও ৬ চারে ৩৯ বলে ৮১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। আর কেউ ফিফটি না পেলেও কলকাতার প্রথম সাত ব্যাটসম্যানই দুই অঙ্কের ইনিংস খেলেছেন। ওপেনার ফিল সল্ট নারাইনের মতোই দুই শর বেশি স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করে ১৪ বলে ৩২ রান করেন। অংকৃশ রঘুবংশী ২৬ বলে ৩২ রান করেন।
ওপেনিং জুটিতে ২৬ বলে ৬১ এবং দ্বিতীয় উইকেটে ৪৬ বলে ৭৯ রানের জুটি পেয়েছে কলকাতা। তবে কলকাতার হয়ে ৪১৬.৬৬ স্ট্রাইকরেটে ব্যাট করেন রমনদীপ সিং। ৩ ছক্কা ও ১ চারে ৬ বলে ২৫ রানে অপরাজিত ছিলেন রমনদীপ। অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার করেন ১৫ বলে ২৩।
তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় ওভারেই ওপেনার আরশিন কুলকার্নিকে হারায় লক্ষ্ণৌ। দৌড়ে গিয়ে দুর্দান্ত ক্যাচে তাঁকে ড্রেসিংরুমে পাঠান রমনদীপ। ২১ বলে ২৫ রান করা লক্ষ্ণৌ অধিনায়ক লোকেশ রাহুল ৮ম ওভারে হর্ষিত রানার শিকার হন। ১০ ওভারের (৯.১ ওভার) মধ্যে দীপক হুদা ও মার্কাস স্টয়নিসকেও হারায় লক্ষ্ণৌ। দলের রান তখন ৮৫।
জয়ের জন্য শেষ ১০ ওভারে ১৪০ রান দরকার ছিল লক্ষ্ণৌর। কিন্তু রান তাড়ার চাপে দ্রুত উইকেট পড়ায় ম্যাচ থেকে ধীরে ধীরে ছিটকে পড়ে তারা। জয়ের জন্য শেষ ৩০ বলে লক্ষ্ণৌর যখন ১০৬ রান প্রয়োজন তখন দলটির হাতে ছিল মাত্র ২ উইকেট। এরপর আর পারেনি দলটি।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
কলকাতা নাইট রাইডার্স: ২০ ওভারে ২৩৫/৬ (নারাইন ৮১, সল্ট ৩২, রঘুবংশী ৩২, আইয়ার ২৩, রমনদীপ ২৫*; নাভিন ৩/৪৯, রবি ১/৩৩, ঠাকুর ১/৪৬)।
লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টস: ১৬.১ ওভারে ১৩৭ (স্টয়নিস ৩৬, রাহুল ২৫, টার্নার ১৬, বাদোনি ১৫; হর্ষিত ৩/২৪, বরুন ৩/৩০, রাসেল ২/১৭)।
ফল: কলকাতা ৯৮ রানে জয়ী।
ম্যাচসেরা: সুনীল নারাইন (কলকাতা নাইট রাইডার্স)।

চলে গেলেন আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতানো কিংবদন্তি কোচ মেনোত্তি

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনাকে ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জেতানো কিংবদন্তি কোচ সিজার লুইস মেনোত্তি ৮৫ বছর বয়সে মারা গেছেন। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) আজ তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডলে মেনোত্তির মৃত্যুর খবর জানিয়ে এএফএ লিখেছে, 'আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন অত্যন্ত শোকের সঙ্গে বর্তমান জাতীয় দলের পরিচালক ও আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচ লুইস সিজার মেনোত্তির মৃত্যুর খবর জানাচ্ছে। বিদায় প্রিয় ফ্লাকো!'
লিওনেল মেসির জন্মশহর রোজারিওতে ১৯৩৮ সালে মেনোত্তির জন্ম। খেলোয়াড়ি জীবনে স্ট্রাইকার পজিশনে খেলা মেনোত্তি ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে ১১ ম্যাচ খেলে ২ গোল করেন। খেলা ছাড়ার পর ৩৭ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে ১১টি ক্লাব ও দুটি দেশের জাতীয় দলের কোচের ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন নিজের দেশ আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্বে। ১৯৯১-১৯৯২ সালে সামলেছেন মেক্সিকো জাতীয় দলকে। আর্জেন্টিনাকে ঘরের মাঠে ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জিতিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন মেনোত্তি। ছিপছিপে গড়নের জন্য 'এল ফ্লাকো' তকমা পাওয়া মেনোত্তি আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতানোর পরের বছর অনূর্ধ্ব-২০ দলকেও জিতিয়েছেন যুব বিশ্বকাপ। জাপানে ১৯৭৯ সাল অনুষ্ঠিত সেই টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনা। গোল্ডেন বল জিতে সেই টুর্নামেন্ট দিয়ে নিজের আগমনী বার্তা দিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার ১৯৮৬ বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক। ফাইনালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ দল। মেনোত্তির হাত ধরে বড়দের বিশ্বকাপের মতো যুব বিশ্বকাপও সেবারই প্রথম জিতেছিল আর্জেন্টিনা।
তবে আর্জেন্টাইন ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে মেনোত্তি আরও একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মেনোত্তির হাত ধরেই সহিংসতাপূর্ণ খেলার কুখ্যাতি থেকে সরে এসে রোমান্টিক ধাঁচের ফুটবল খেলে সমর্থকদের মন জিতেছে আর্জেন্টিনা। মেনোত্তির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের অধিনায়ক লিওনেল মেসি লিখেছেন, 'আর্জেন্টিনার ফুটবলের অন্যতম গ্রেট আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর পরিবার এবং প্রিয়জনদের প্রতি সমবেদনা। শান্তিতে ঘুমান।'
আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচ লিওনেল স্কালোনি ইনস্টাগ্রামে শোক প্রকাশ করে লিখেছেন, 'ফুটবলের একজন শিক্ষক আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সেই সব স্নেহ সঞ্চারক কথার জন্য ধন্যবাদ, যার মাধ্যমে আপনি আমাদের মনে ছাপ রেখে গেছেন। চিরকাল হৃদয়ে থাকবেন প্রিয়।'
দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থতায় ভুগছিলেন মেনোত্তি। লোকচক্ষুর অন্তরালেও ছিলেন দীর্ঘদিন। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মৃত্যুর আগে রক্তশূন্যতায় ভুগে প্রায় মাসখানেক হাসপাতালে ভর্তিও ছিলেন।
১৯৭০ সালে আর্জেন্টিনার ক্লাব নিওয়েলস ওল্ড বয়েজ দিয়ে মেনোত্তির কোচিং ক্যারিয়ার শুরু। পরের বছর দায়িত্ব নেন হুরাকানের। ১৯৭৩ সালে ক্লাবটিকে জেতান তাদের ইতিহাসে ১৯২৮ সালের পর প্রথম লিগ শিরোপা। পরের বছর দায়িত্ব নেন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের। ব্যক্তি জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন মেনোত্তি, কিন্তু ১৯৭৬ সালে আর্জেন্টিনা সামরিক শাসনের অধীনে আসার পরও জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব চালিয়ে যান তিনি। হয়তো বড় স্বপ্ন দেখেছিলেন, আর সেটাই সত্যি হয় ১৯৭৮ সালে। ১৯৭৮ বিশ্বকাপ ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মেনোত্তির আর্জেন্টিনা। মেনোত্তির হাত ধরেই এই বিশ্বকাপের আগের বছর আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে অভিষেক ম্যারাডোনার। কিন্তু ১৭ বছর বয়সী ম্যারাডোনাকে '৭৮ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলে নেননি মেনোত্তি। আর্জেন্টিনার ক্রীড়া সাময়িকী 'এল গ্রাফিকো'কে তার কারণও ব্যাখ্যা করেছিলেন মেনোত্তি, 'যেটা আমাকে করতেই হতো, সেটাই করেছি। তার (ম্যারাডোনা) দেখভাল করাটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমি আসলে ডিয়েগোতে মুগ্ধ ছিলাম। সে ছিল একদমই তরুণ, খুবই ছোট।'
কোচিং ক্যারিয়ারে মেনোত্তি লম্বা চুল এবং চেইন-স্মোকিং স্বভাবের কারণেও আলাদা করে স্মরণীয়। একবার বলেছিলেন, 'আমি কখনো নাপিতের কাছে যাইনি। নিজেই নিজের চুল কাটি।' মেনোত্তির বয়স যখন ১৬ বছর, তখন তাঁর বাবা ক্যান্সারে মারা যান। বাবার মতো তিনিও পরবর্তীতে চেইন-স্মোকার বনে যান। ধূমপানের স্বভাব নিয়েও একবার বলেছিলেন, এটা 'একাকীত্বে আমার বন্ধু।' তবে ২০১১ সালে ফুসফুসের অস্ত্রোপচার করানোর পর মেনোত্তি ধূমপান ছেড়ে দেন।
১৯৮২ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে আর্জেন্টিনার বিদায়ের মধ্য দিয়ে মেনোত্তির দেশের জাতীয় দলের কোচিং অধ্যায়েরও সমাপ্তি ঘটে। ১৯৮৩ সালে বার্সেলোনার কোচের দায়িত্ব নিয়ে দুই মৌসুমে দুটি কাপ জেতেন মেনোত্তি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হামলার হুমকি, আয়োজকদের সতর্কতা

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজে হামলার হুমকির তথ্য পেয়েছে ক্যারিবীয় কর্তৃপক্ষ। জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (দায়েশ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই হুমকি দিয়েছে বলে জানিয়েছে ক্যারিকম ইমপাকস। ক্যারিকম ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলোর আন্তসরকারি জোট, এর অধীনে থাকা ইমপাকস ওই অঞ্চলের অপরাধ ও নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে।

আগামী ১ থেকে ২৯ জুন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। ২০ দলের এই টুর্নামেন্টে ক্যারিবীয় অঞ্চলের ৬টি দেশে ফাইনাল, সেমিফাইনালসহ বেশির ভাগ ম্যাচ হবে। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই) জানিয়েছে, যেকোনো সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে বিশদ নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে আয়োজকেরা।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জঙ্গিগোষ্ঠীর হুমকির খবরটি প্রথম সামনে আনে বার্বাডোজের সিবিসি (ক্যারিবিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন)। গত শুক্রবারের ওই খবরে বলা হয়, প্রো-ইসলামিক স্টেটের (দায়েশ) মিডিয়া গ্রুপ 'নাশির পাকিস্তান' টেলিগ্রাম ও রকেটচ্যাট চ্যানেলের মাধ্যমে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজে হামলার হুমকি দিয়ে পোস্টার প্রকাশ করেছে; যা ক্যারিকম ইমপাকসের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে।
বার্বাডোজের ব্রিজটাউনে ফ্রিডম পার্কে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১০০ দিন বাকি থাকার ক্ষণগণনা শুরুর অনুষ্ঠানে ক্রিস গেইল।
ক্রিকেট বিষয়ে ক্যারিকমের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের উপকমিটির চেয়ারম্যান ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী কিথ রাউলি। ত্রিনিদাদের ডেইলি এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে হামলার হুমকি বিষয়ে রাউলির প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'এই বিপদগুলো কমানোর জন্য আমরা স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সতর্ক আছি। আমাদের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো একক ও যৌথভাবে দেশের ও ভেন্যুতে যাওয়া মানুষের নিরাপত্তা সুরক্ষায় কাজ করছে।'
ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বিশ্বকাপের ৩৯টি খেলা হবে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা, বার্বাডোজ, গায়ানা, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রেনাডা এবং ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোয়। এর মধ্যে বার্বাডোজে ফাইনাল এবং ত্রিনিদাদ ও গায়ানায় দুটি সেমিফাইনাল হওয়ার কথা রয়েছে।
আইএসের হামলার হুমকির বিষয়ে জানতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সিডব্লুর সিইও জনি গ্রেভসও নিরাপত্তায় জোর দেওয়ার বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, 'আমরা আয়োজক দেশ ও শহর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি এবং টুর্নামেন্টে যেকোনো ঝুঁকি কমানোর জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে বৈশ্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকি। আমরা সব অংশীদারকে নিশ্চিত করতে চাই যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। এ নিয়ে বিশদ ও শক্তিশালী নিরাপত্তা পরিকল্পনা আছে।' ক্রিকবাজের পক্ষ থেকে আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সিডব্লুর বক্তব্যই আমাদের বক্তব্য বলে উল্লেখ করে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাইরে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, ফ্লোরিডা ও টেক্সাসে। ১ জুন নিউইয়র্কে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা। বার্বাডোজে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ ২৯ জুন।

আফ্রিদির সঙ্গে আইসিসির মাসসেরার লড়াইয়ে নামিবিয়া ও আরব আমিরাতের দুজন

আপনজন ডেস্ক: আইসিসির এপ্রিল মাসের সেরা ক্রিকেটারের মনোনীত তিনজনের মধ্যে পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার শাহিন আফ্রিদির সঙ্গে লড়াইয়ে আছেন নামিবিয়ার অধিনায়ক গেরহার্ড এরাসমাস ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ ওয়াসিম।
মেয়েদের ক্রিকেটে মাসসেরার দৌড়ে মনোনীত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার লরা ভরভার্ট, ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইলি ম্যাথুস ও শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু।
ওমান সফরে ব্যাট ও বল হাতে দারুণ ভূমিকা রেখেছেন নামিবিয়ার অলরাউন্ডার এরাসমাস। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দুটি ম্যাচে তিনি ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন। এ দুই ম্যাচের একটিতে অবশ্য তাঁর দল হেরেছে। কিন্তু সেই ম্যাচে ৫৬ বলে ৫৮ রান করার পাশাপাশি তিনি ৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
সিরিজ নির্ধারণী পঞ্চম ম্যাচে এরাসমাসের পারফরম্যান্স ছিল আরও ভালো। ২৯ বলে অপরাজিত ৬৪ রান করার পথে মেরেছেন ৬টি ছয়। আর বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ ২টি উইকেট নিয়েছেন ২২ রান দিয়ে। ম্যাচটিও নামিবিয়া জেতে ৬২ রানে।
আরব আমিরাতের ওয়াসিম গত মাসে এসিসি প্রিমিয়ার কাপে দারুণ ব্যাটিং করেছেন। কুয়েতের বিপক্ষে গোল্ডেন ডাক দিয়ে মাস শুরু করা ৩০ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান পরের ৩ ম্যাচে করেছেন যথাক্রমে ৬৫, ৪৫ ও ৪৮ রান।
ওয়াসিমের মাসের সেরা ইনিংসটি আসে এর পর। এসিসি প্রিমিয়ার কাপের ফাইনালে তিনি ৬ চার ও ৭ ছয়ে ৫৬ বলে করেছেন ১০০ রান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ওয়াসিমের ক্যারিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরিতে ম্যাচটি ওমানের বিপক্ষে ৫৫ রানে জেতে আরব আমিরাত।
গত মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং বলেছেন আফ্রিদি। বৃষ্টিতে পণ্ড হওয়া সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১ উইকেট নেন পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার। দ্বিতীয় ম্যাচে ১৩ রান ৩ উইকেট নিয়ে পাকিস্তানের জয়ে ম্যাচসেরা হন তিনি। তৃতীয় ম্যাচে ৩৭ রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি এবং চতুর্থ ম্যাচ খেলেননি। তবে পঞ্চম ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে ৩০ রানে ৪ উইকেট নিয়ে আবার ম্যাচসেরা আফ্রিদি। সেই ম্যাচ জিতে সিরিজ ২-২-এ ড্র করে পাকিস্তান।

মরিনহোকে চায় সৌদি আরবের দ্বিতীয় সারির ক্লাব

আপনজন ডেস্ক: সৌদি ক্লাব আল কাদসিয়া ম্যানেজার হিসাবে চায় হোসে মরিনহোকে । গত জানুয়ারিতে ইতালিয়ান ক্লাব এএস রোমার কোচিং ছাড়ার পর থেকে কোনো ক্লাবে যুক্ত হননি মরিনহো। সৌদি আরবের সেকেন্ড ডিভিশনের দল আল কাদসিয়া নিজেদের দলকে সৌদি প্রো লীগে উন্নীত করতে হাই প্রোফাইল কোচ চায়, হোসে মরিনহোকে তারা কোচের সংক্ষিপ্ত তালিকার শীর্ষে রেখেছে।
৬১ বছর বয়সী মরিনহো এর আগে চেলসি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হিসাবে সফলতম অধ্যায় অতিক্রম করেছেন। অন্যদিকে আল কাদসিয়া সৌদি সেকেন্ড ডিভিশন লীগে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। সেকেন্ড ডিভিশন লীগ জয় করে সৌদি প্রো লীগে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করছে তারা। তেল কোম্পানি আরামকো তাদের মালিকানাধীন এই ক্লাবকে ২০২৪-২৫ মৌসুমে প্রধান লীগগুলোতে দেখতে চায়। এখন কোচ হিসাবে তাদের নজর হোসে মরিনহোর দিকে। এদিকে মরিনহোকে চায় পর্তুগিজ কয়েকটা ক্লাব এবং বেনফিকাও। মরিনহো অবশ্য নিজের দেশের কোনো ক্লাবের কোচ হিসাবে থাকতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন। নিজ দেশে ফিরে যাবেন কি না এই প্রশ্নের উত্তরে মরিনহো বলেন, 'না, আমার সঙ্গে কারো এই নিয়ে কথা হয়নি, আমি এই ব্যাপারে ভাবছি না আপাতত।' হোসে মরিনহোকে চেলসিতে ফেরত চায় সমর্থকেরা, সমর্থকদের চাওয়া নিয়ে মরিনহো বলেছেন, 'আমি এমন ক্লাবে যেতে চাই যাদের যথোপযুক্ত ট্রেনিং সেন্টার আছে। সমর্থকেরা আমাকে জয়ী হিসাবেই দেখতে চায়, কিন্তু এইজন্য আমাকে ক্লাব থেকে ভালো ট্রেনিং সেন্টার না দিলে আমার পক্ষে সম্ভব না, চেলসির কথা ভাবছি না।' সৌদি ক্লাব আল কাদসিয়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কি ধরনের শর্তারোপ করেন মরিনহো, তা দেখার বিষয়।

বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: বাছাই টুর্নামেন্ট থেকে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কা ও স্কটল্যান্ড। আবুধাবাতিতে বিশ্ব বাছাই আসরের ফাইনালে উঠেই আগামী অক্টোবরে ঢাকায় হতে যাওয়া বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে দল দুটি। সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কা ১৫ রানে হারিয়েছে স্বাগতিক আরব-আমিরাতকে। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে এর আগের সেমিফাইনাল জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করে স্কটল্যান্ডও।
এই দুই দল নিয়ে বিশ্বকাপের ১০ দল এখন পূর্ণ হলো। তবে শ্রীলঙ্কা ও স্কটল্যান্ড কোন গ্রুপে পড়ছে তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে তাদের ফাইনাল শেষ হওয়া পর্যন্ত। চ্যাম্পিয়ন দল 'এ' গ্রুপে। যেখানে আছে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তান। অন্য গ্রুপে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাছাই রানার্স আপ হতে যাওয়া দলটির বিপক্ষেই প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।
স্কটল্যান্ডের মেয়েরা প্রথমবারের মত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কা খেলছে অবশ্য ২০০৯ সালের প্রথম আসর থেকেই।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**